বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১২-২০১৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১২-২০১৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ওয়েবঃ www.moedu.gov.bd
ই-মেইলঃ info@moedu.gov.bd

© ২০১৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
মে, ২০১৪

সার্বিক নির্দেশনায়
ড. মোহাম্মদ সাদিক
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা
মোঃ সোহরাব হোসাইন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

সহযোগিতায়
স্বপন কুমার নাথ
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-১)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

মোঃ আখতারউজ-জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোঃ
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৯৭-১১১৮২৪৩
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com

প্রকাশনায়
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

সূচিপত্র

- ❖ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ০১
  - ▪ প্রধান কার্যাবলি ০১
  - ▪ মন্ত্রণালয় অনুবিভাগসমূহ ০১
  - ▪ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ ০১
- ❖ শিক্ষা বাজেট ০৪
- ❖ এক নজরে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ০৪
- ❖ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ০৬
- ❖ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম ১৫
- ❖ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ১৯
  - ▪ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯
  - ▪ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২৫
  - ▪ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৩৩
  - ▪ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) ৩৩
  - ▪ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ৩৬
  - ▪ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ৪২
  - ▪ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ ৫০
  - ▪ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ৫০
    (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর)
  - ▪ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ৫৪
  - ▪ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ৫৭
  - ▪ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ৬০
  - ▪ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ৬১
  - ▪ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ৬২
  - ▪ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ৬৪
  - ▪ জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি ৬৮
  - ▪ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ৬৮
  - ▪ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ৭২
  - ▪ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ৭২

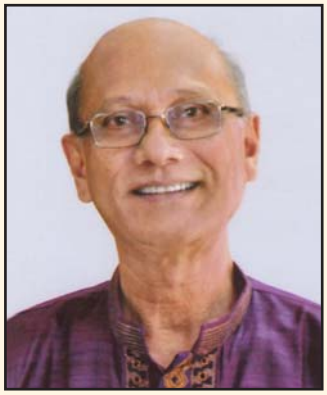

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সমৃদ্ধ, আধুনিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। মানসম্পন্ন শিক্ষা ছাড়া সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়– এই শাশ্বত সত্য তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই শিক্ষার প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। স্বাধীনতার সূচনালগ্নে প্রণীত সংবিধানে তাঁর এই স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটে এবং সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হয়। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনে শিক্ষায় বিনিয়োগকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ বলে মনে করতেন। সেই বিশ্বাস থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন।

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দিন বদলের অঙ্গীকার নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিরলস কাজ করে বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে অর্থাৎ, ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও নিরক্ষরতামুক্ত আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেছে।

বর্তমান সরকার গঠনের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই গুণগত শিক্ষার লক্ষ্য ও দিক নির্দেশনার জন্য প্রণয়ন করা হয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'। ইতোমধ্যে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রণীত হয়েছে সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তক। প্রতি বছর বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে বিপুল সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক। প্রবর্তিত হয়েছে সৃজনশীল মূল্যায়ন পদ্ধতি। এ ছাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ফলপ্রসূ ব্যবহার থেকে শুরু করে ৫ম ও ৮ম শ্রেণিতে সার্টিফিকেট পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। এতে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে; ঝরে পড়ার হার কমেছে এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে নিশ্চয়তাবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনকে গতিশীল করে সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষানীতির আলোকে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি, শীঘ্রই আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১২-২০১৩ সালের এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে গত এক বছরের শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের যে সকল কর্মকর্তা অকুণ্ঠ সহায়তা ও পরিশ্রম করেছেন তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.)

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। এই ব্যাপকতা ও বহুমাত্রিকতা ক্রমশ বাড়ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য গুরুত্বারোপ করেছে। ফলে, এই মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম দেশের সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে যুগান্তকারী নীতিনির্ধারণী পদক্ষেপ। বর্তমান সরকার এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ পটভূমিতে ইতোমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। উক্ত শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে উল্লিখিত স্তরের পাঠ্যপুস্তক। সরকার শুরু থেকেই প্রাথমিক, এবতেদায়ি, মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের মতো একটি বিপুল কর্মসূচি দেশব্যাপী পরিচালনা করছে। এ কর্মযজ্ঞে দেশের সকল স্তরের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার সমতা অর্জন, স্কুল-কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও অনলাইনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাদরাসা শিক্ষা আধুনিকায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদি কর্মসূচির সাফল্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এম.ডি.জি.-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, খাদ্য নিরাপত্তা, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এম.পি.ও.ভুক্তি, বিপুল সংখ্যায় উপবৃত্তি প্রদান, সেকায়েপ ও হেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার সমন্বিত মানোন্নয়নের প্রয়াস-এ সবের সাথে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল ক্লাসরুম ও ডিজিটাল কনটেন্ট, ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টা, সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষার জন্য উদারহস্তে সহায়তা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ও অপরিসীম মমতার ফসল এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমান প্রতিবেদনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য এবং বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হলেও সরকারের সাফল্যের সকল বিবরণ বিস্তারিতভাবে এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। বিপুল কার্যক্রম থেকে তাৎপর্যপূর্ণ অর্জনগুলো নির্বাচন করে যারা এ শ্রমসাধ্য প্রতিবেদন প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণীত প্রতিবেদনটি সকল অংশীজনের কাছে সমাদৃত হবে।

(ড. মোহাম্মদ সাদিক)

ভূমিকা

ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন বিশ্বমানের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের ফলে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে বৈশ্বিক অবস্থান। পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে অভিযোজিত করার জন্য আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার গুরুত্ব এখন অপরিসীম। এর মাধ্যমে আমাদের দেশে বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে এদেশে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা করতে শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু ৩৬,৫৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৫,৭৪২ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করেন, যা ছিল যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ। শিক্ষাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও সর্বজনীন করতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠন করেন জাতীয় শিক্ষা কমিশন। তাঁর প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যেত। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মম হত্যার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। বঙ্গবন্ধু যা এগিয়ে নিয়েছিলেন, তা থেকে পেছনে সরে যায় বাংলাদেশ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে বিনির্মাণে সচেষ্ট রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০২১ সালে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে বর্তমান সরকার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals), সবার জন্য শিক্ষার ঘোষণাসহ (Declaration for Education for All) সকল আন্তর্জাতিক এবং সাংবিধানিক দায়বদ্ধতায় বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের লক্ষ্য হলো দেশের আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করা ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে যুগোপযুগী শিক্ষার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যেই অতি স্বল্প সময়ে সরকার 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন করে। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এর আলোকেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যা আজ তৃণমূল পর্যন্ত দৃশ্যমান। বলাবাহুল্য যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার বিবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বিশেষভাবে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের মতো কর্মসূচি শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩ প্রকাশিত হলো। এ প্রতিবেদনটি তথ্যবহুল করতে সহায়তা করেছেন অনেকে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়কে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার জন্য। সকলের আন্তরিক প্রয়াস ছিল প্রতিবেদনটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে। তথাপি যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বিনীত অনুরোধ করছি।

সোহরাব

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

❖ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সাধারণ, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে দেশের ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ, সুশিক্ষিত ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানবসম্পদে পরিণত করা।

❖ প্রধান কার্যাবলি

- মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি, মাদরাসা ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও মানোন্নয়ন;
- প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন; উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার;
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়ন;
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, মাদরাসা, কারিগরি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যক্রম উন্নয়ন;
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;
- বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

❖ মন্ত্রণালয় অনুবিভাগসমূহ

- প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ
- উন্নয়ন অনুবিভাগ
- কলেজ অনুবিভাগ
- বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ
- মাধ্যমিক অনুবিভাগ
- কারিগরি ও মাদরাসা অনুবিভাগ
- অডিট ও আইন অনুবিভাগ
- পরিকল্পনা অনুবিভাগ

❖ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

■ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [University Grants Commission (UGC)]

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণসহ উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করে থাকে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে তহবিল গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন খাতে চাহিদা ও সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ করে থাকে।

■ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE)]

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব (এবতেদায়ি মাদরাসাসহ) সকল শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, নীতি- নির্ধারণ, বদলি, পদোন্নতি, অর্থসংস্থানের দায়িত্ব পালন করে। অধিদপ্তরের দায়িত্বে আছেন একজন মহাপরিচালক। তাঁর অধীনে ৬টি উইংয়ে পরিচালক, উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ কাজ করে থাকেন। নয়টি (০৯) অঞ্চলে নয়জন (০৯) উপপরিচালক, জেলা

পর্যায়ে জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তাকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে থাকেন। স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশিত পরিপত্র অনুযায়ী প্রতিটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে একটি বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি থাকে যাতে স্থানীয় সংসদ সদস্য বা তার প্রতিনিধি, শিক্ষানুরাগী এবং অভিভাবক প্রতিনিধিগণ প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহ যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ বজায় থাকে ম্যানেজিং কমিটি তা নিশ্চিত করে।

- **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড [National Curriculum & Text Book Board (NCTB)]**

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের পাঠ্যবই প্রস্তুত ও বিনামূল্যে বিতরণ করে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণির সকল বিষয়ের পাঠ্যবই সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখন করে। বর্তমানে এ বোর্ড ১ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের দায়িত্ব পালন করছে।

- **জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি [National Academy for Educational Management (NAEM)]**

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। এ ছাড়া সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিয়মিত ও সঞ্জীবনী কোর্স এবং শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষা পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সসহ মোট ২৩টি কোর্স পরিচালনা করে থাকে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। এর প্রধান হচ্ছেন একজন মহাপরিচালক। তা ছাড়া চারজন পরিচালকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা রয়েছেন।

- **বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Technical Education (D.T.E.)]**

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রসারে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক এবং তাকে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছেন কয়েকজন পরিচালক, উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক।

- **শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর [Educational Engineering Department (E.E.D.)]**

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের সকল বিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ করে। সার্বিক কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী। তার অধীনে কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী রয়েছেন; যারা বিভাগ, জেলাসহ মাঠ পর্যায়ে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন।

- **বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ [National Teachers Registration and Certification Authority (N.T.R.C.A.)]**

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ দেশের শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ প্রণয়নের মাধ্যমে NTRCA প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রধান হচ্ছেন একজন চেয়ারম্যান।

- **মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড [Board of Intermediate and Secondary Education (B.I.S.E.)]**

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ দেশের সকল স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান, ফল প্রকাশ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতিসহ পাঠদানের অনুমতি প্রদান করে থাকে।

- **বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Technical Education Board (B.T.E.B.)]**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাক্রম অনুমোদন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও সনদপত্র প্রদানের সাংবিধানিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের চাহিদা অনুযায়ী ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাক্রম নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন ইত্যাদি দায়িত্ব বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত।

■ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Madrasah Education Board (B.M.E.B.)]

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড সরকারের বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্রের আলোকে মাদরাসার পাঠদান অনুমতি, বিষয় ও বিভাগ খোলা, স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন, মাদরাসা পরিদর্শন ও মাদরাসা কার্যক্রম পরীক্ষণ, মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি অনুমোদন, শিক্ষার্থী নিবন্ধন, পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে।

■ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট [Bangladesh Madrashah Teachers Training Institute (B.M.T.T.I.)]

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বি.এম.টি.টি.আই.) মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একমাত্র সরকারি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন 'বোর্ড অব গভর্নরস' রয়েছে।

■ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Inspection and Audit (D.I.A.)]

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর পরিচালক ও ইন্সপেক্টরদের নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত ও পরিমাণগত নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

■ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো [Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS)]

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) দেশের পোস্ট প্রাইমারি শিক্ষা স্তরে বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। একজন পরিচালক এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং কয়েকজন পরিসংখ্যানবিদ তাঁকে এ সব কাজে সহযোগিতা করে থাকেন।

■ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন [Bangladesh National Commission for UNESCO (B.N.C.U.)]

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বি.এন.সি.ইউ.) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মধ্যে লিয়াজোঁ স্থাপন এবং ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বি.এন.সি.ইউ.) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

■ জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি [National Academy for Computer Training & Research)]

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার) কম্পিউটারে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা, আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি করাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য।

■ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট [International Mother Language Institute (I.M.L.I.)]

২০০১ সালের ৫ মার্চ তারিখে সেগুন বাগিচায় শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নবনির্মিত ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার উপর গবেষণা, সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য এ ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে।

■ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড (Non Government Teacher Employee Retirement Benefit Board)

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অবসরভাতা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের সুবিধার্থে এই বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। বোর্ডের কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য অবসর সুবিধার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে।

■ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট (Non Government Teacher-Employee Welfare Trust)

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কাজ করে। বর্তমান সরকারের আমলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ ও এ অনুযায়ী ট্রাস্ট কর্তৃক যথাযথ সময়ে তাদের প্রাপ্য টাকা প্রদান করা হয়েছে।

❖ শিক্ষা বাজেট

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট নিম্নে সারণীতে দেখানো হলো :

অর্থবছর	রাজস্ব বাজেট (কোটি টাকায়)	উন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০১২-২০১৩	৯৩০৫.৯১১২	২২৫৩.০৬০০	১১৫৫৮.৯৭১২

❖ এক নজরে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

➲ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লিঙ্গভেদে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১২-১৩

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষার্থী সংখ্যা		
		মোট	মহিলা	মহিলার হার (%)	মোট	ছাত্রী	ছাত্রীর হার (%)
মাধ্যমিক	১৯২০৮	২২১০৪৩	৫৩৮৬২	২৪.৩৭	৭৯৩৭২৩৫	৪২২৯২৯২	৫৩.২৮
মাদরাসা	৯৪৪১	১০৭৭৪৮	১১৫৯৭	১০.৭৭	২২৪৭৯৮৩	১১৯৪৫৩৫	৫৩.১৪
কলেজ	৩৫৪৭	৯৫৫৭৩	২১১৮৬	২২.১৭	৩০৪৪৩২০	১৩৮৪৬৪৩	৪৫.৪৮
কারিগরি শিক্ষা	৩৩২৭	২৬৩২২	৫১৪২	১৯.৫৩	৬০৮১৭৬	১৬৫৪৭৪	২৭.২১

➲ শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক ২০১২-১৩

প্রতিষ্ঠানের ধরন	নির্দেশক		
	শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী	প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থী	প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষক
মাধ্যমিক	৩৬	৪১৩	১২
মাদরাসা	২১	২৩৮	১১
কলেজ	৩২	৮৫৮	২৭
কারিগরি শিক্ষা	২৩	১৮৩	০৮

➲ ফলাফল-২০১৩

পরীক্ষা	অবতীর্ণ শিক্ষার্থী		উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী		পাসের হার	
	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী
এস.এস.সি.	৯৯২৩১৩	৫০২৪১১	৮৮৫৮৯১	৪৪৫৬০৭	৮৯.৭২	৮৯.২২
এইচ.এস.সি.	৮১৪৪৬৯	৪০২৫৫৬	৫৭৯২৯৭	২৮৮৩৯৭	৭১.৩৩	৭১.৬৪
দাখিল	২২১২৫৭	১০৭৪৭৬	১৯৭১৯৯	৯৪৮৭৪	৮৯.১৩	৮৮.৩০
আলিম	৮৮৮১৪	৩৬৯৩৯	৮০০২২	৩৩৪১২	৯১.৪৬	৯০.৪৫

➲ উপবৃত্তি সুবিধা-২০১২-১৩

প্রকল্পের নাম	উপজেলার সংখ্যা	বছর	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা			বন্টনকৃত পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
				ছাত্র	ছাত্রী	মোট	মোট
মাধ্যমিক শিক্ষা সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্প (এসইএসডিপি - জিওবি ও এডিবি)	৫৩	২০১৩	২৯২৫	৪৩৪২৫	১৩০২৭৬	১৭৩৭০১	১৫২২.০০
মাধ্যমিক শিক্ষার মান, গম্যতা এবং সুযোগ বৃদ্ধি প্রকল্প (সেকায়েপ- জিওবি ও বিশ্ব ব্যাংক)	১২৫	২০১৩	৬৬৩১	৪২৯৩২৮	৫৬১৬৫১	৯৯০৯৭৯	৮৪৭০.০০
মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (এসইএসপি-জিওবি)	৩০৬	২০১৩	১৭১৩২	২৮৯১১১	১০৫৭৫০৬	১৩৪৬৬১৭	১০৯৮২.১০
উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়- জিওবি)	৪৮৩ (৪টি মেট্রো. এলাকাসহ)	২০১২ -১৩	৬৪২৪	-	৩৮৭১১৩	৩৮৭১১৩	১০৩০০০.০০
স্নাতক (পাস ও সমমান) ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প- জিওবি	৪৬৪	২০১৩	২৭০৯	-	১২৯৮১০	১২৯৮১০	৭২৯৫.৩০
মোট				**৭৬১৮৬৪**	**২২৬৬৩৫৬**	**৩০২৮২২০**	**১৩১২৬৯.৪০**

➲ স্কুলগামী শিক্ষার্থীর হার : ২০১২

বছর	মাধ্যমিক স্তরের বয়সের জনসংখ্যা			মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষার্থীর হার (%)		
	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী
২০১২	১৫৯৬৪৪৯৪	৮১৯৫০৮৮	৭৭৬৯৪০৬	৯৮১৫৩৯২	৪৫৪৫৩৯১	৫২৭০০০১	৬১.৪৮	৫৫.৪৬	৬৭.৮৩

➲ মাধ্যমিক স্তরে ঝরে-পড়ার হার : ২০১২

বছর	মোট	ছাত্র	ছাত্রী
২০১২	৪৪.৬৫%	৩৪.৯০%	৫২.৩৬%

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

❖ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

■ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দিয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন করে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত এ শিক্ষানীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ -এর আলোকে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হবে এবং আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সহজ হবে।

■ শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং ঝরেপড়া রোধ করার লক্ষ্যে ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করছে।

পাঠ্যপুস্তক দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিচ্ছেন

২০১২ - ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবতেদায়ি, দাখিল ও কারিগরি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ বিবরণী নিম্নরূপ :

শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বিষয় সংখ্যা	সরবরাহকৃত পুস্তক সংখ্যা
২০১২-২০১৩	৩,৬৮,৮৬,১৭২	২৬৫	২৬,১৮,০৯,১০৬

তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক হাতে উল্লসিত শিক্ষার্থীরা

বছরের প্রথম দিন বই হাতে আনন্দে বাড়ি ফিরছে শিক্ষার্থীরা

■ ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ভার্সন তৈরি করে তা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

■ পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি রোধ

অতীতে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যপুস্তকে এ ইতিহাস বিকৃতিরোধে প্রথিতযশা ইতিহাসবিদদের নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান ইতিহাস বিকৃতি সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান সন্নিবেশ ও সংযোজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

গ্রহণ করেছে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ১০ এপ্রিল জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ৮ম শ্রেণির পাঠ্য পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

■ সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু

মুখস্থ নির্ভর অনির্ভরযোগ্য এবং সামঞ্জস্যহীন পাবলিক পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান (knowledge), অনুধাবন (understanding), প্রয়োগ (application), বিশ্লেষণ (analysis), সংশ্লেষণ (synthesis) ও মূল্যায়ন (evaluation) দক্ষতা যাচাই করতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। নোট-গাইড বই নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে মূল পাঠ্যবই নির্ভর পাঠ্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য পাঠদান পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আনা হয়েছে এবং পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

■ শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১০০০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান করেছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য এ ফান্ড হতে ১,৩৩,৭২৬ জন ছাত্রীকে মোট ৭৫.১৫ (পঁচাত্তর কোটি পনের লক্ষ) কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রাস্টের অর্থে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান এই প্রথম। এটি শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ, যা মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ২০১৩ সালের ৩০ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয়ে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের সরাসরি উপবৃত্তি প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধসহ অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৩ সালে শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্বোধনী দিনে স্নাতক (পাস) শিক্ষার্থীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপবৃত্তি প্রদান

■ মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। তা করতে হলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সরকার মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে বদ্ধপরিকর। এ জন্য

মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে **ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মাদরাসা এডুকেশন প্রকল্পের** আওতায় ১০০টি মাদরাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদরাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে।

- মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৩১টি সিনিয়র মাদরাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।
- মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আই.ডি.বি.) এর অনুদান সহায়তায় সারা দেশে ৯৫টি বেসরকারি মাদরাসায় অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে মোট ১০০.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে এনহ্যান্সিং দ্যা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদরাসা ইন বাংলাদেশ শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর সহায়তায় ৩৫টি মডেল মাদরাসায় প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- মাদরাসায়ও ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তির অনুরূপ বৃত্তি চালু করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মত মাদরাসার শিক্ষায় এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা, জে.ডি.সি. পরীক্ষা সারাদেশে একই সময় গ্রহণ করা হচ্ছে এবং একই সময় অনলাইনে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে।
- গাজীপুরে বোর্ড বাজারস্থ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (বি.এম.টি.টি.আই.) এই প্রথম এক বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বি.এম.এড.) কোর্স চালু করা হয়েছে। এর পূর্বে ধর্মীয় শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না।

■ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন গঠন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনা অনুসারে কওমি মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের বিষয় এবং কওমি মাদরাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য 'বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিশন ইতোমধ্যে সুপারিশ দাখিল করেছে।

■ শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

- ৩১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এস.এম.এস. এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে I.C.T. in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।
- শিক্ষা বোর্ডসমূহের আওতায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরি করা হচ্ছে।

■ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সারাদেশে 'আই.সি.টি. ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩,৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৯,২৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট মডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে, ৫টি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে, একটি মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এবং নেকটার-এর প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি resource pool তৈরি করা হয়েছে। এ resource pool দ্বারা প্রায় ১৯,৫০০ জন মাধ্যমিক শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষে পাঠদান

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A-2i প্রোগ্রাম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ে ১৫০০ জন শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শিক্ষা কর্মকর্তাকে orientation প্রদান করা হয়েছে।

- A-2i ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কন্টেন্ট শেয়ারিং এর জন্য *শিক্ষা বাতায়ন* নামে একটি কন্টেন্ট পোর্টাল (www.teachers.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে।

■ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্বখাত ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

- প্রায় ৯,১৫,৭৭৮ জন শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এস.ই.এস.ডি.পি.) এর মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির উপর সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষার ৪,৫৩,৮৬৩ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩,৬৫৯ জন শিক্ষককে স্কুল বেজ অ্যাসেসমেন্ট (এস.বি.এ.) এবং পারফরমেন্স বেজ ম্যানেজমেন্ট (পি.বি.এম.) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (টি.কিউ.আই.-সেপ) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন মেয়াদে আরো ৫,৪৩,৭৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

- দেশে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে উন্নততর শিক্ষা প্রদানের জন্য রাঙ্গামাটি এবং পটুয়াখালী জেলায় প্রাথমিকভাবে ২,১৪২ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়ের ১৪,৫৩৪ জন শিক্ষককে বি.এড. ডিগ্রি গ্রহণের জন্য অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা অর্জনের কৌশল হিসেবে কঠিন বিষয়গুলিতে সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড এ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) এর আওতায় সারা দেশে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ১১,২৫,৬২৫টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীদের মনোবিকাশের জন্য উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪,০৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫,০৩,৩৭২ জন শিক্ষার্থীকে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-তে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের জন্য ৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স যথাক্রমে Senior Staff Course on Education and Management (S.S.C.E.M.), Advanced Course on Education and Management (A.C.E.M.), ও Training on I.C.T. Application in Institutional Work চালু করা হয়েছে।

- রাজস্বখাতের অর্থায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০টি জেলার প্রায় ১৭ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

■ কারিগরি শিক্ষার প্রসার

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন। আধুনিক, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য 'দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। 'Skills Development Project' ও 'Skill and Training Enhancement Project' শীর্ষক ০২টি প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৩৬০০ TVET শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩২০০০জন শিক্ষার্থীকে ৮০০.০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হওয়ার পর ক্লাস শুরু করা হয়েছে। সিলেট ও বরিশালে বিভাগীয় সদরে ০২টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা আইন ১৯৬৭'-এর ৪৪ ধারার তফসিল (National Technical Vocational Qualification Framework-N.T.V.Q.F.) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া কারিগরি শিক্ষাক্রম আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরে ৯০৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

■ শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এস.ই.এস.ডিপি.), সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ), সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এস.ই.এস.পি.) ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প এবং স্নাতক ও সমমানের উপবৃত্তি প্রকল্প চালু রয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার্থীসহ মোট প্রায় ১৩৩.৭০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রায় ২২৪৫.৬৫ কোটি টাকা উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

  এ সব প্রকল্প থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রায় ২৯ লক্ষাধিক দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

■ জেন্ডার সমতা

- আমরা ইতোমধ্যেই জেন্ডার সমতা অর্জন করেছি। বিনামূল্যে বই বিতরণ ও উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩% এ উন্নীত হয়েছে।

- ২০১৩ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষায় ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯০২ জন ছাত্র এবং ৫ লক্ষ ২ হাজার ৪১১ জন ছাত্রীসহ সর্বমোট ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৩১৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, পাসের হার ৮৯.৭২%। দাখিল পরীক্ষায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৪০ জন ছাত্র ও ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৬০ জন ছাত্রীসহ সর্বমোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, পাসের হার ৮৯.১৩%। কারিগরি পরীক্ষায় ৮৮ হাজার ৩৬০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, পাশের হার ৮১.১৩%। ২০১৩ সালে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় ৮১৪৪৬৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে, পাসের হার ৭১.১৩%। ২০১৩ সালে আলিম পরীক্ষায় ৮৭৪৭৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে, পাসের হার ৯১.৪৬%। ২০১৩ সালের এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৯৫৯৮৪ জন অংশ গ্রহণ করে এবং পাসের হার ৮৫.০৩%। শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতায় ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জিত হয়েছে। এজন্য এম.ডি.জি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

■ উচ্চশিক্ষার প্রসার

- বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার ৯টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ ২৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রদান করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩,

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। তা ছাড়া, আরো ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রস্তুতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে তাঁর স্মৃতিধন্য একটি স্থানে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর ধারা ৪(৯)এ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য শতকরা ৬ ভাগ আসন সংরক্ষণ এবং তাদের জন্য টিউশন ও অন্যান্য ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত 'বিধিমালা ২০১৩' প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য Accreditation Council গঠনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য সরকার ও বিশ্বব্যাংক- এর যৌথ অর্থায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২০৬৫ কোটি টাকার উচ্চশিক্ষায় মানোন্নয়ন প্রকল্প (H.E.Q.E.P.)-এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত করে বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক (BDREN) স্থাপন করা হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের বিশ্বভাণ্ডারের সাথে যুক্ত হচ্ছে। BDREN, Trans Asian Education Network (T.A.E.N.-III) এবং এ জাতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত থাকছে। ফলে জ্ঞান ভাণ্ডারের দরজা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিকট উন্মুক্ত হয়েছে।

■ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ

আধুনিক ও সময়োপযোগী শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে এবং নতুন বইসমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদরাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারার শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। সমাজবিষয়ক বইয়ের আধুনিক সংস্করণ 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' নামে বই প্রস্তুত করা হয়েছে। স্নাতক স্তরে ইতিহাস বিষয়ে ১০০ নম্বরের কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

■ ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জন এবং শ্রমমুখী হওয়ার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ-লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ধর্ম বিষয়ের সাথে নৈতিক শিক্ষা যুক্ত করে ২০১৩ সালে পাঠ্য বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা'। এতে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

■ বাংলাদেশ টেলিভিশন (বি.টি.ভি.) এর মাধ্যমে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রচার

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান শিক্ষক দের বিষয়ভিত্তিক পাঠদান সপ্তাহে তিন দিন সকাল ৯.১০ মি. থেকে ১০.০০ মি. পর্যন্ত বি.টি.ভি.র মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা দেশের সেরা শিক্ষকদের পাঠদান অবলোকনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে এবং শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

■ শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা

স্থানীয় প্রশাসন, বেসরকারি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও স্বচ্ছল অভিভাবকগণের সহায়তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুপুরের খাবার সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

■ সরকারি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদে উন্নীতকরণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পদ গত ১৫ মে, ২০১২ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনে ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদে উন্নীত করেছে।

■ সরকারি কলেজ বিষয়ক কার্যক্রম

২০১৩ সালে ১২৫৭ জনসহ মোট ৬৩৩৭ জন শিক্ষককে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়। ১৬৭ সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং ৪৩টি সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপকের ১৩৮টি

পদ, সহযোগী অধ্যাপকের ২৪৪টি পদ, সহকারী অধ্যাপকের ৪২৪টি পদ এবং প্রভাষকের ৬৫৮ পদ এবং অনান্য ১৮৬টি পদসহ মোট ১৬৫০টি পদ স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হয়। এ পর্যন্ত ১০৬টি কলেজের প্রভাষক থেকে অধ্যাপকের ১৮৭৭টি পদ, প্রদর্শক, গ্রন্থগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক, শরীরচর্চা শিক্ষকের ৮৯টি পদ এবং ১৭৯টি শিক্ষক-কর্মচারীর পদসহ মোট ২১৪৫টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে।

■ নতুন কলেজে পাঠদানের অনুমতি, অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি ও বিষয় খোলার অনুমতি

২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দেশের ৮টি শিক্ষা বোর্ডে ৭৯১টি কলেজে পাঠদান, ৩৬৮টি কলেজের অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি এবং ২০৭৯টি কলেজে বিষয় খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়।

বোর্ডের নাম	পাঠদানের অনুমতি	অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি	বিষয় খোলার অনুমতি
ঢাকা বোর্ড	২৪৫	১০৪	২৬৮
চট্টগ্রাম বোর্ড	৩০	১০	২২
দিনাজপুর বোর্ড	১১৪	৩৬	৩৭৩
রাজশাহী বোর্ড	৭২	৪৯	৩৮১
বরিশাল বোর্ড	১০৫	৯৫	৬৫
কুমিল্লা বোর্ড	৪৪	৯	৭৪
যশোর বোর্ড	৭৭	৫০	৮৫৮
সিলেট বোর্ড	১০৪	১৫	৩৮
মোট	**৭৯১**	**৩৬৮**	**২০৭৯**

■ সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

অনন্য সাধারণ মেধা (Extraordinary Talent) অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২' নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় এবং ঢাকা মহানগরী থেকে বাছাইকৃত প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রায় সাত হাজার সেরা মেধাবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৩- জাতীয় পর্যায়ে সেরা মেধাবীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মেডেল প্রদান

বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ সালের সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ১২ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ২৩ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট এবং নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত মেধাবীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি., সচিব, যুগ্ম সচিব ও মা.উ.শি. অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

■ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৮.০৭.২০১০ তারিখে অনুমোদন লাভ করে এবং কার্যকর করা হয়। এ আইনের আলোকে উচ্চশিক্ষার মান উন্নীতকরণসহ উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে। উক্ত আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, মাননিয়ন্ত্রণ, cross-border higher education সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে।

❖ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম

■ বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ

২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ১৮টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়। এর মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৫টি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে

ক্রম	জাতীয়করণকৃত কলেজের নাম
১	খাগড়াছড়ি মহিলা কলেজ, খাগড়াছড়ি
২	বান্দরবান মহিলা কলেজ, বান্দরবান
৩	শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
	অর্থবছর ২০১২-১৩
৪	বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, মধুখালী, ফরিদপুর
৫	মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজ, মুজিবনগর, মেহেরপুর
৬	এল. বি. কে. ডিগ্রি কলেজ, দাকোপ, খুলনা
৭	হাজী আব্দুল আজিজ খান ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়, মদন, নেত্রকোনা
৮	বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ হামিদুর রহমান, ঝিনাইদহ
৯	জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
১০	বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা
১১	হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজ, খুলনা
১২	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ ডিগ্রি কলেজ, শার্শা, যশোর
১৩	শ্যামনগর মহসিন ডিগ্রি কলেজ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১৪	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৫	ইব্রাহীম খাঁ কলেজ, টাঙ্গাইল
১৬	লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল
১৭	চরফ্যাসন কলেজ, ভোলা
১৮	নগরকান্দা মহাবিদ্যালয়, নগরকান্দা, ফরিদপুর

■ অবসর সুবিধা ও কল্যাণভাতা

বর্তমান সরকারের সময়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কণ্যাণভাতা প্রদানে গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাদের ভোগান্তি, ঘুষ-দুর্নীতি, হয়রানির অবসান করা হয়েছে। অবসর ও কল্যাণভাতা প্রাপ্তির আবেদনের জন্য চালু করা হয়েছে অনলাইন ব্যবস্থা। অসুস্থ, হজযাত্রী, তীর্থযাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'চেকের পিছনে শিক্ষক নয়, শিক্ষকের পিছনে চেক ছুটবে' নীতি চালু করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০,৫৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ২৬২ কোটি ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৯ টাকা অবসর ভাতা দেওয়া হয়েছে। ৮,৪৯৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ১৩৭ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৪১০ টাকা কল্যাণ তহবিল হতে কল্যাণ ভাতা দেওয়া হয়েছে।

অবসর সুবিধা বোর্ডের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক কর্মচারীদের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ও শিক্ষা সচিব

■ বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা

১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারি তারিখ থেকে এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ১০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৬০ টাকা এবং ২০০৬ সালে বাড়িভাড়া ১০০ টাকা ও চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকা হারে প্রদান করা হতো। বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখ থেকে বাড়িভাড়া বাড়িয়ে ৫০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ৩০০ টাকা করা হয়েছে।

■ বিদেশ প্রশিক্ষণ

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এইচ.এস.টি.টি.আই.), ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট (নায়েম), শিক্ষা বোর্ডসমূহ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের টি.কিউ.আই. প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

■ বিভিন্ন দেশের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

- বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) ২০১২ সালের ১২ নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০১৩ সালের ১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ২০১৩ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ দি ইউরোপিয়ান অরগানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (সার্ন)-এর সাথে পেশাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট (ই.ও.আই.) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. জাতিসংঘের ৩৬তম অধিবেশনে যোগদান এবং শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ দেন।

জাতিসংঘের ৩৬তম অধিবেশনে শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- মাইক্রোসফট এর Partners in learning (pil) program এর আওতায় শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাইক্রোসফট্ এর সাথে M.o.U. স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মাইক্রোসফট-এর সাথে M.o.U. তে স্বাক্ষর করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, উপস্থিত আছেন
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব

❖ তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান

- তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে ২৩,৩৩১ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ১৯,২৪৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এস.ই.এস.ডি.পি.) মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির উপর ২০০৯-২০১৩ সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষার ৪,৫৩,৮৬৩ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩৬৫৯ জন শিক্ষককে 'স্কুল বেজ অ্যাসেসমেন্ট' (এস.বি.এ.) এবং 'পারফরমেন্স বেজ ম্যানেজম্যান্ট' (পি.বি.এম.) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (টি.কি.উ.আই.-সেপ) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন মেয়াদে আরও ৫,৪৩,৭৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দেশে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর উন্নততর শিক্ষা প্রদানের জন্য রাঙ্গামাটি এবং পটুয়াখালী জেলার ঠাকুরগাঁও উপজেলায় প্রাথমিকভাবে ২,১৪২ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়ের ১৪,৫৩৪ জন শিক্ষককে বি.এড. ডিগ্রি অর্জনের জন্য অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা অর্জনের জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীকে কঠিন বিষয়গুলোতে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া অন্যতম একটি কৌশল। এর অংশ হিসেবে সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ১১,২৫,৬২৫টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীদের মনোবিকাশের জন্য সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় ৪,০৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫,০৩,৩৭২ জন শিক্ষার্থীকে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।
- বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প-২ এর মাধ্যমে ইংরেজি, আরবি ও কোরিয়ান ভাষায় ২০০০ জনকে ৩ মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
  - মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন 'টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেকেন্ডারি এডুকেশন (T.Q.I.-S.E.P.) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৪টি টিটিসি, ৫টি এইচ.এস.টি.টি.আই. ও ১টি বি.এম.টি.টি.আই.-এ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

নবনির্মিত কম্পিউটার ল্যাব

  - সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট (S.E.S.D.P.) প্রজেক্টের আওতায় ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মাদরাসায় আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

❖ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি

■ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২০১২-১৩ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ১৭০৫.১৮ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক হল নির্মাণ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

- বর্তমান সরকার কর্তৃক গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস ও বরিশালে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া টেক্সটাইল কলেজকে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক ভবন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল

- উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ও গবেষণার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 'উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৪টি সরকারি ও ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩৭০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ তৈরির জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে। একই সাথে বাংলাদেশ গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্ক (BDREN)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্যভাণ্ডারের সাথে সংযুক্ত করার ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শেখ হাসিনা হল,' 'শহিদ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল' এবং 'বেগম সুফিয়া কামাল হল' নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

নবনির্মিত কবি সুফিয়া কামাল হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ আসন বিশিষ্ট 'শেখ হাসিনা ছাত্রী হল' (১৫.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে), 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হল' (৯.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে), ৫ম অ্যাকাডেমিক ভবন (১২.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে) ও ষষ্ঠ অ্যাকাডেমিক ভবন (৪৫.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

নবনির্মিত ২টি অ্যাকাডেমিক ভবনের ১টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'আই.সি.টি. ভবন' নির্মাণ ও ১৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে।
- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হল' এবং 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হল'-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হল (১০.৬৪ কোটি টাকা), ছাত্র হল (২০.৫৫ কোটি টাকা), অ্যাকাডেমিক ভবন (১৩.৭৫ কোটি টাকা), প্রশাসনিক ভবন (১৩.০০ কোটি টাকা) ও লাইব্রেরি ভবন (২.৬৪ কোটি টাকা)-এর নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক ভবন (৭.১৪ কোটি টাকা), ছাত্র হল-১ ও ছাত্র হল-২ (১৫.৯৭ কোটি টাকা), ছাত্রী হল-১ (৮.৩৩ কোটি টাকা), অ্যাকাডেমিক ভবন ১ ও ২ (১৩.৭৮ কোটি টাকা) নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৫ তলা ছাত্রী হল এবং ছাত্র হলের ৪র্থ তলা সম্প্রসারণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৪ তলা পৃথক পৃথক ছাত্র ও ছাত্রী হল এবং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।
- খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়া হলের সম্প্রসারণ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশে টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস শিল্পে সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম ও উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলে রূপান্তর করা হয়েছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০০ সিটবিশিষ্ট 'বিজয় ৭১' নামে ১১তলা ছাত্র হল ও ১১তলা কবি সুফিয়া কামাল ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০তলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু টাওয়ারের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, ৭ মার্চ ভবন, ফার্মেসি ভবন, কবি সুফিয়া কামাল হল, সামাজিক বিজ্ঞান ভবন, সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবন, উচ্চতর সামাজিক গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিজয় ৭১ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭ মার্চ ভবন রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

■ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ২০১২-এর প্রবিধানমালা প্রণয়ন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ২০১২-এর একটি প্রবিধানমালার খসড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

■ বাংলাদেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন

Cross Border Higher Education (C.B.H.E.) অর্থাৎ, বাংলাদেশে বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনের আওতায় ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা-সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

■ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ চালুকরণ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় খোলার জন্য সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর ফলে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনক্রমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগ চালু করেছে।

■ শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখা ও শিক্ষা-বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য বিমক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

- সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে;
- দূরশিক্ষণে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে;
- অননুমোদিত প্রোগ্রাম ও কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করা হয়েছে;
- সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম ও সিলেবাসের ইউনিফরমিটি আনয়নের লক্ষ্যে কিছু কিছু বিষয়, স্ট্যান্ডার্ড সিলেবাসের গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। এতে আরও দ্রুততার সাথে সিলেবাস অনুমোদন প্রদান সম্ভব হবে;
- শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-বিষয়ক প্রোগ্রাম অনুমোদনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহিরাগত বিশেষজ্ঞ দ্বারা ল্যাবসহ ভৌত অবকাঠামো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উক্ত প্রোগ্রামের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে;
- ফার্মেসি প্রোগ্রামের জন্য ফার্মেসি কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ওয়েবসাইট প্রস্তুতকরণ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য সংবলিত Private University Management Information System (P.U.M.I.S.) নামক একটি Software তৈরির কাজ চলছে। এটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। এতে দেশের ও বিদেশের যে কেউ যে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাদের চাহিদা অনুযায়ী সহজে তথ্য পাবে।

ই-লাইব্রেরি কার্যক্রম বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-লাইব্রেরি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি মূল্যবান বইপত্র, জার্নাল ও পত্র-পত্রিকা শিক্ষার্থীদের সহজেই প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা তৈরি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে এবং যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সুসংহতকরণ

- সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্তির ৫ বছর অতিক্রান্ত সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ডিসেম্বর, ২০১২ এর মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং উক্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে; বাকিরাও নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে;
- শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫ বছর অতিক্রম করেছে কিন্তু নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করেনি, সে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন করে আর কোনো বিভাগ, প্রোগ্রাম/ কোর্স অনুমোদন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজউকের অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- ভি.আই.পি. সড়কসহ ব্যস্ততম এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশে ও আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপন না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে;
- মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে নিরূপণ ও যাচাই-বাছাই করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং নতুন প্রোগ্রাম ও কোর্স অনুমোদনের পূর্বে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে;
- শিক্ষকদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান রয়েছে;
- জঙ্গিবাদ দূর করতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে জঙ্গিবাদ-বিরোধী মনোভাব তৈরি করার জন্য প্রত্যেকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আলাদা কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে এবং এ কমিটির মাধ্যমে জঙ্গিবাদ দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানানোর জন্য এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম চেতনা জাগ্রত করার জন্য প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি জঙ্গিবাদ বিরোধী বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও বিধি প্রস্তুতকরণ

- শিক্ষার্থীদের ভর্তি যোগ্যতা, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।
- খণ্ডকালীন শিক্ষকদের N.O.C. এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের লিয়েন আদেশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থী ভর্তির আসন-সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

❖ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এবং শিক্ষাভবন লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এবং শিক্ষা ভবন লাইব্রেরি উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রী

■ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম

➲ সরকারের ডিজিটাল নীতি বাস্তবায়ন

✧ সেবা গ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে আই.সি.টি.র ব্যবহার করে তথ্য যোগাযোগ এবং ২০০৯ সাল থেকে One-Stop Service-এ পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

➲ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

✧ **এম.পি.ও.ভুক্তিকরণ**

নতুন মাধ্যমিক স্কুল ৯০১টি, কলেজ ১৬১টি এবং মাদরাসা ২৮৯টি এবং ৫৬,৯৫৯ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে এম.পি.ও.ভুক্ত করা হয়েছে।

➲ সরকারি শিক্ষক কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা উন্নয়ন

✧ বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত বিভিন্ন পদমর্যাদার ৫,৮৫৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান, ৮,৬৬২ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান এবং ৩,৪৩৩ জনের চাকরি স্থায়ীকরণ হয়েছে।

- ২৮তম বিসিএস-এ ৪২৮ জন, ২৯তম বিসিএস-এ ৬৬৬ জন, ৩০ তম বিসিএস-এ ৫৫৩ জন এবং ৩১ তম বিসিএস-এ ৪৫০ জন সহ সর্বমোট ২০৯৭ জন প্রভাষক পদে নতুনভাবে পদায়ন করা হয়েছে।

✧ সরকারি মাধ্যমিক স্কুল

- সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ, ২৭০ জনের পদোন্নতি প্রদান, ২,৩৪৮ জনের চাকরি স্থায়ীকরণ এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকদের ফিডার মেয়াদ ২ বছর প্রমার্জন করে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

■ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

➲ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদরাসাসহ মা.উ.শি. অধিদপ্তর, জোনাল শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের মোট ৯,১৫,৭৫৮ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আই.সি.টি. প্রশিক্ষণ, প্ল্যানিং ও রিসার্চ মেথোডলজি এবং কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

➲ শিখন-শেখানো পদ্ধতির (Teaching-Learning Method) পরিবর্তন

- ✧ শিক্ষার্থীর সৃষ্টিশীল মেধা বিকাশে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান- প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়েছে।

➲ নারীশিক্ষা প্রসার ও দরিদ্র শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ (উপবৃত্তি কর্মসূচি)

- ✧ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়ার হার হ্রাস, বাল্যবিবাহ নিরোধ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ২ শত ২৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২১,০৫,২৬.৪৩ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি প্রদান;
- ✧ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্নাতক পর্যায়ের ১,৩৩,৭২৬ জন ছাত্রীকে ৭৫১৫.০০ লক্ষ টাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

➲ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কৌশল প্রবর্তন

- ✧ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কৃতিত্ব মূল্যায়নের জন্য Performance Based Management (P.B.M.) Institutional Self-Assessment System (I.S.A.S.) প্রবর্তন;
- ✧ শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে School Based Assessment (S.B.A.) পদ্ধতি প্রবর্তন, সার্টিফিকেট পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রবর্তন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষা বোর্ডসমূহকে পরামর্শক সেবা ও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

■ সৃজনশীল মেধা বিকাশমূলক কার্যক্রম ও স্বীকৃতি

শিক্ষার্থীদের সৃজনী শক্তি বিকাশ ও মেধার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ সালে সারাদেশ থেকে ১ লক্ষ মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা মেধাবী নির্বাচন এবং সেরা মেধাবীদের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

■ মা.উ.শি. অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

➲ প্রশিক্ষণ

- ✧ **সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি** (C.Q.)
  - মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় এবং দাখিল ও আলিম পর্যায়ে সর্বমোট ৪৫৩৮৬৩ (৪১৭৮৮৬ + ৩৫৯৭৭) জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ✧ e-learning-I.C.T.
  - ২০টি সরকারি বিদ্যালয়, ৩৩টি মডেল মাদরাসার ৫৭৫ জন শিক্ষক, আঞ্চলিক উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিস, প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ৭৯ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ৯ জন জোনাল প্রোগ্রামার, ই.এম.আই.এস. সেলের ১৪ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৬৭৭ জনকে ই-লার্নিং-আই.সি.টি. বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

S.B.A., P.B.M.

- প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে ১৪০৬ জন কর্মকর্তা, মডেল মাদরাসার ৪২ জন অধ্যক্ষ/সুপার ও ১৭৫ জন শিক্ষক, ৬৪৬ জন কর্মকর্তার T.O.T. ট্রেনিং (প্রধান শিক্ষক ও এস.এম.সি. প্রধানের জন্য) এবং ১৩৯০ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৩৬৫৯ জন কর্মকর্তার S.BA., P.B.M. বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এস.বি.এ. মডেল পর্যালোচনা বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ (Dessimination)

- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ে (ঢাকা বিভাগের ১৬টি জেলা ও চট্টগ্রাম জেলা) ৫০৬৬১ জন মাস্টার ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিদেশ প্রশিক্ষণ

- স্টাডি ট্যুর প্রোগ্রাম, মনিটরিং এন্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, স্কুল ডিজাইন এন্ড কন্ট্রাকশন, মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে মাদরাসা শিক্ষক-কর্মকর্তা, ই.এম.আই.এস. সেলের উন্নয়ন, ওয়েব-ডিজাইন বিষয়ে ই.এম.আই.এস.-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১৭০ জন কর্মকর্তার কানাডা, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও চীনে প্রশিক্ষণ প্রদান। উল্লেখ্য, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি, এস.বি.এ., পি.বি.এম., ই-লার্নিং, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫০৯০৩০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নির্মাণ ও পূর্তকাজ

- সিলেট এবং বরিশালে ২টি জোনাল এডুকেশন কমপেক্স নির্মাণ কাজ সম্পন্ন;
- চট্টগ্রামে ১টি শিক্ষা কমপ্লেক্সের কাজ সম্পন্ন;
- গাজীপুর, যশোর, কুষ্টিয়ায় ৩টি জেলা শিক্ষা কমপেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২০টি ই-লানিং পাইলট বিদ্যালয় স্থাপন (রিফারবিশমেন্ট ওয়ার্ক);

- সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ৬৬টি নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, যেগুলোর মধ্যে ৪২টির নির্মাণকাজ ও ১৩টির ৮০-৯৯%, ৬টি ৫০-৭৯%, ২টি- ২০-৪৯%, সম্পন্ন হয়েছে।
- সেসিপ-এর অসমাপ্ত ১৬টি নতুন বিদ্যালয় ভবনের কাজ সমাপ্ত;
- ওভারক্রাউডেড বিদ্যালয়ে ২৫০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, যার মধ্যে ২৪৯টি কাজ সমাপ্ত;
- ২৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট নির্মাণ ও টিউবওয়ের স্থাপনের লক্ষ্যে ১৪৬টির কাজ সম্পাদিত;
- ৩৫টি মডেল মাদরাসার মধ্যে ৩৩টির শতভাগ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- অফিস রিহ্যাবিলিটেশন : এন.সি.টি.বি.-১০০%, বেডু- ১০০%, মা.উ.শি.'র প্রাক্কলন অনুমোদিত হয়েছে।

■ সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (S.E.Q.A.E.P.)

- পি.এম.টি.-ভিত্তিক উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩ জুন পর্যন্ত ৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯শত একষট্টি জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৬৩১৩৮.৭৩ লক্ষ টাকা বিতরণ;
- ৪০৫১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০৩৩৭২ জন শিক্ষার্থীকে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনয়ন;
- গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূরীকরণে ১১২৫৬২৫টি অতিরিক্ত ক্লাসের আয়োজন;
- ১২৬৯৮৮জন সেরা ছাত্র, ১১৮৩৯৬ জন পি.এম.টি. ছাত্র, ৫৯৮১ জন শিক্ষক, ৪৪৪৫টি প্রতিষ্ঠানে উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম;
- বিদ্যালয় সুবিধা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচির আওতায় ৭০০টি ল্যাট্রিন, ৩০০ ডিপ-টিউবওয়েল, ৪০০টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

সেকায়েপ আয়োজিত কর্মশালা, ২০১২

■ সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (S.E.S.P.)

- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মা সমাবেশ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

মা সমাবেশ, ২০১৩

■ ৩১০ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর শীর্ষক প্রকল্প

- ২৩০টি বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ;
- ১৫০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ;
- নির্মাণ ও পূর্ত কাজের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৯৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৭টি ১০০%, ৩টি ৫০% এবং ২৯টি ৯৫% সমাপ্ত;
- নির্মাণ ও পূর্ত কাজের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭৫টির কার্যাদেশ আহ্বান, যার মধ্যে ১১২টি N.O.A. জারি করা হয়েছে।

■ ঢাকা মহানগরিতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

ঢাকা মহানগরিতে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানবিহীন এলাকায় মোট ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো :

- ৬টি সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে বর্তমানে 'শহিদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়', হাজারিবাগ, ঢাকা-এর নির্মাণ কাজ শেষে ২০১৩ সালে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

শহিদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও শহিদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে স্থাপনের লক্ষ্যে বর্তমানে ২টি প্রতিষ্ঠানের ৯৫%, ১টি প্রতিষ্ঠানের ৮০%, ২টি প্রতিষ্ঠানের ৬০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টির লে-আউট, ৩টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

নবনির্মিত ভবন, শহিদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, হাজারিবাগ, ঢাকা

■ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্প

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমুহের অবকাঠামোগত মানোন্নয়ন ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

- ৫৬০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল ছাপানোর কাজ প্রক্রিয়াধীন;
- ৭০টি কলেজে ৭০ সেট অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পন্ন;
- ৬৯টি অ্যাকাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হল নির্মাণের লক্ষ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৬৮টির কার্যাদেশ প্রদান, ৩টি'র পুনঃ দরপত্র আহ্বান ও ১৫টির কাজ সম্পাদন;

নবনির্মিত ছাত্রীনিবাস, মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়

- ৮৪টি নতুন অ্যাকাডেমিক ভবন, পুরাতন অ্যাকাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ৩৩টির কার্যাদেশ প্রদান, ২১টির ১০০% ও ৩টির ৯৫% কাজ সমাপ্ত;
- ৭৪টি হোস্টেল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ১৩টির কার্যাদেশ প্রদান, ১টির ৯৫% কাজ সমাপ্ত, ৯টির কার্যক্রম চলমান এবং এবং ৩টির পুনঃদরপত্র আহ্বান;
- ৭০টি কলেজ অফিসে ব্যবহারের জন্য প্রতি কলেজে ২টি কম্পিউটার, ১টি স্ক্যানার, ২টি প্রিন্টার এবং ১টি করে হেভি ডিউটি ফটোকপি মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে।

■ আই.সি.টি.র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প

- ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে ২৩,৩০০ জন শিক্ষকদের মধ্যে ১৮,২৭০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান;

■ স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প

- ৪৬৪টি উপজেলার ২৭১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট-এর আওতায় স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তি বাবদ ৭৫১৫.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

■ বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প-২ (F.L.T.C.-II)

- বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প-২ (F.L.T.C.-II)-এর আওতায় ১৯টি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- আরবি, ইংরেজি ও কোরিয়ান ভাষায় ২০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

■ টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্প (T.Q.I.-S.E.P.)

- নায়েম, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ইনস্টিটিউট, ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (H.S.T.T.I.), ১টি বাংলাদেশ মাদরাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (B.M.T.T.I.), ৩টি আউটরিচ রিসোর্স ট্রেনিং সেন্টার (রাঙ্গামাটি, ঠাকুরগাঁও ও পটুয়াখালী) নির্মাণ;
- উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৫,৪৬৭টি আসবাবপত্র, ৫৩১টি অফিস যন্ত্রপাতি, ৫৯৮টি কম্পিউটার প্রিন্টার ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ;
- ৩৪টি যানবাহন ক্রয় (নায়েম ২টি, মাউশি ২টি, এন.টি.আর.সি. ২, ১৪টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ১৭টি, ৯টি আঞ্চলিক অফিস ৯টি এবং প্রকল্প অফিসে ২টি)
- ১৭টি আই.সি.টি. মোবাইল ভ্যান চালু;

তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণে আইসিটি ভ্যান

- শিখন সামগ্রী ও সম্পদ-১১,৩৪,২৬০টি বিতরণ;
- স্থানীয় পর্যায়ে মোট ৫,১১,৩৮৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান (টি.ও.টি.-৪৬১৮, হেডটিচার-১৬,০৩৫, হেডটিচার ফলোআপ-১১,০৭৩ প্রধান শিক্ষক প্রি-সার্ভিস-১৫৩৭, সি.পি.ডি.-২০০৯১০, সি.পি.ডি. ডিজিটাল কন্টেন্ট-৯৫৯, সি.পি.ডি. ফলোআপ-১১৯৮০৭, ক্লাস্টার-৯৮৫৯৫, শিক্ষা প্রশাসক-১১৭৭, আই.ই.-৫৩৮২৬, আই.ই. শ্রেণি শিক্ষক-২১৪২, বি.এড. শিক্ষাক্রম ডিসসেমিনেশন-৫৪৭, ইংরেজি ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-১৫৮);
- ৫০৩ জন শিক্ষক-কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- ৫৯১টি ওয়ার্কশপ ও ১০টি গবেষণাপত্র প্রকাশ;
- প্রশিক্ষণ সাহায্য, উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ৩১,৫১৭ জনকে এস.টি.সি., বি.এড. প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

■ টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট- ২ (T.Q.I.-II) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্প

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট- ২ (T.Q.I.-II) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় পঠন ও গবেষণা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ (স্থানীয়/বৈদেশিক), প্রশিক্ষণ সাহায্য- উদ্ভাবন ও উন্নয়ন তহবিল, শিক্ষক প্রণোদনা পার্টনারশিপ গ্রান্টস ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❖ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

■ বাংলাদেশের শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম বৃহৎ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বোর্ড ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণির সকল বিষয়ের সকল পাঠ্যবই সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখন এবং সময় মতো তা শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। প্রায় ১৩ কোটি শিক্ষার্থীর মাঝে প্রায় ৯২ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। বিশ্বের কোন দেশে এতো বই বিনামূল্যে বিতরণের কোন রেকর্ড নেই। পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নিজস্ব ৩টি গুদাম আছে।

- ২০১২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ১১টি নতুন বিষয় (পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, বাণিজ্যিক ভূগোল, হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ বিজ্ঞান, কম্পিউটার শিক্ষা ও ব্যবসায় উদ্যোগ) সহ মোট ২১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রবর্তন করা হয়।
- নতুন বিষয় হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তিকরণসহ ষষ্ঠ- দশম শ্রেণির উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমের আলোকে ৪১টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়।
- ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (Life Skill Based Education) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম এবং প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহে জেন্ডারসহ বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা, ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে সমতাবিধান করা হয়েছে।
- অটিজম, নারী ও শিশু পাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু, বঙ্গবন্ধুর জীবনী, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ, নিরাপদ সড়ক, মোবাইল ফোন, কম্পিউটারের সহজ ধারণা, আই.সি.টি, শিশুর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, মহাবিশ্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য লেখক ও প্রকাশকদের নিকট থেকে ৩৩টি বিষয়ের পাণ্ডুলিপি আহবান করা হয়। এরমধ্যে ২২টি পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি মূল্যায়ন শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।
- ষষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহে Try-out কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য Tools-সমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত Tools নিয়ে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।

❖ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে নায়েম রাজস্ব খাতে ১১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩,১৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ সময়ে প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের কনটেন্ট পরিমার্জন ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

■ নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন

পরিবর্তনশীল বিশ্বে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে তিনটি নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করেছে। নিচের সারণীতে নতুনভাবে প্রবর্তিত প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্য উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থী
১.	Senior Staff Course On Education And Management (S.S.C.E.M.)	অধ্যাপক
২.	Advanced Course on Education and Management (A.C.E.M.)	বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক
৩.	Training on I.C.T. Application in Institutional Work	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান

নায়েম আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৩

নায়েমে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর শুভেচ্ছা বিনিময়

■ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- প্রশাসনিক ভবনের ৪র্থ তলায় আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধা-সংবলিত একটি সভাকক্ষ ও ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল নির্মাণ এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলায় যথাক্রমে নায়েম গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন শাখা স্থানান্তর করা হয়েছে;
- গ্রন্থাগারে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপন এবং উপযুক্ত সংখ্যক বই, দলিলপত্র দ্বারা সজ্জিতকরণ;
- সকল প্রশিক্ষণ কক্ষ, সেমিনার ও কনফারেন্স কক্ষের মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন ও স্মার্ট বোর্ড সংবলিত অটোমেশন;
- নায়েমে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- নায়েম ক্যাম্পাসকে ওয়াই-ফাই এর আওতায় আনয়ন;

- ১৫০ আসন বিশিষ্ট নতুন ক্যাফেটেরিয়া সংযোজন;
- শিশু সন্তানসহ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য পৃথক হোস্টেলের ব্যবস্থাকরণ;
- পরিত্যক্ত ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম আমূল সংস্কার ও আধুনিকায়ন;
- নায়েমের নান্দনিক নামফলক স্থাপন, মসজিদের আধুনিকায়ন, পাকা ব্যাডমিন্টন কোর্ট নির্মাণ ও ব্যায়ামাগারের আধুনিকায়নসহ নায়েম ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নবনির্মিত নামফলক, মসজিদ ও প্রশাসনিক ভবন, নায়েম, ঢাকা

- মহান মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়সহ মুক্তিযুদ্ধের শতাধিক বিরল ছবি দ্বারা তা সজ্জিত করা হয়েছে;
- মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনী কেন্দ্রকে সকল প্রশিক্ষণার্থী ও নায়েমে আগত ভিজিটরদের কাছে সর্বোত্তমভাবে তুলে ধরার জন্য এ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য সেবা-সংবলিত One Stop Service Point স্থাপন করা হয়েছে;

নবনির্মিত মুক্তিযুদ্ধের আলোচিত্র প্রদর্শনীর একাংশ ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস পয়েন্ট

নবনির্মিত শহীদ বুদ্ধিজীবী হোস্টেল, নায়েম, ঢাকা

■ গবেষণা

২০১২-১৩ অর্থবছরে নায়েমের তত্ত্বাবধানে ৩০টি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচিত কিছু গবেষণাকর্মের ফলাফল নায়েম নিজস্ব প্রকাশনায় (NAEM Journal, NAEM Research Report) প্রকাশ করে থাকে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২টি গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে।

❖ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

নবনির্মিত ভবন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

■ সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

➲ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণ:
  ফাউন্ডেশন : ১২ তলা, ফ্লোর স্পেস : ১০৯৩১ বর্গফুট/ প্রতি ফ্লোর
  নির্মাণ ব্যয় (বেইজমেন্টসহ ৪র্থ তলা পর্যন্ত) : ১১৩২.৫১ লক্ষ টাকা
- আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ময়মনসিংহ
  ফাউন্ডেশন : ৫ তলা, ফ্লোর স্পেস : ১১,১৩৬.৫০ বর্গফুট/ প্রতি ফ্লোর
  নির্মাণ ব্যয় (১ম, ২য় ও ৩য় তলা), ২০১.৮৮ লক্ষ টাকা

নবনির্মিত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ

- আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় কুমিল্লা
  ফাউন্ডেশন : ৫ তলা, ফ্লোর স্পেস : ১১,১৩৬.৫০ বর্গফুট/ প্রতি ফ্লোর
  নির্মাণ ব্যয় (১ম, ২য় ও ৩য় তলা), ২০১.২৯ লক্ষ টাকা
- আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনা
  ফাউন্ডেশন : ৫ তলা, ফ্লোর স্পেস : ১১,১৩৬.৫০ বর্গফুট/ প্রতি ফ্লোর
  নির্মাণ ব্যয় (১ম, ২য় ও ৩য় তলা), ২০৪.৪৭ লক্ষ টাকা
- আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় বরিশাল
  ফাউন্ডেশন : ৫ তলা, ফ্লোর স্পেস : ১১,১৩৬.৫০ বর্গফুট/ প্রতি ফ্লোর
  নির্মাণ ব্যয় (১ম, ২য় ও ৩য় তলা), ২০৩.৬৪ লক্ষ টাকা
- আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় বগুড়া
  ফাউন্ডেশন : ৫ তলা, ফ্লোর স্পেস : ১১,১৩৬.৫০ বর্গফুট/ প্রতি ফ্লোর
  নির্মাণ ব্যয় (১ম, ২য় ও ৩য় তলা), ২০১.১৪ লক্ষ টাকা
- আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় রংপুর
  ফাউন্ডেশন : ৫ তলা, ফ্লোর স্পেস : ১১,১৩৬.৫০ বর্গফুট/ প্রতি ফ্লোর
  নির্মাণ ব্যয় (১ম, ২য় ও ৩য় তলা), ২০১.৭১ লক্ষ টাকা

- আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় সিলেট
  ফাউন্ডেশন : ৫ তলা, ফ্লোর স্পেস: ১১,১৩৬.৫০ বর্গফুট/ প্রতি ফ্লোর
  নির্মাণ ব্যয় (১ম, ২য় ও ৩য় তলা), ২০৩.৫৪ লক্ষ টাকা

নবনির্মিত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট

- মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মাগুরা
  প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক ও অধ্যক্ষের ভবনসহ ০৩টি, জমির পরিমাণ : ৩.০০ একর
  নির্মাণ ব্যয় (৭ম ও ২য় তলা) : ২০০০.৩৩ লক্ষ টাকা
- কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কিশোরগঞ্জ
  প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক, অধ্যক্ষের ভবন ও হোস্টেলসহ ০৫টি, জমির পরিমাণ : ৫.০০ একর
  নির্মাণ ব্যয় (৫ম ও ৩য় তলা) : ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
- মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার
  প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক, অধ্যক্ষের ভবন ও হোস্টেলসহ ০৪টি, জমির পরিমাণ : ৪.০০ একর
  নির্মাণ ব্যয় (৫ম ও ২য় তলা) : ২৩২৩.৮৯ লক্ষ টাকা

নবনির্মিত ছাত্রাবাস, মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার

✧ চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক ও অধ্যক্ষের ভবনসহ ০৩টি, জমির পরিমাণঃ ৩.০০ একর
নির্মাণ ব্যয় (৭ম, ৬ষ্ঠ ও ২য় তলা) : ২০০৪.৩৭ লক্ষ টাকা

নবনির্মিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

✧ অ্যাকাডেমিক কাম ওয়ার্কশপ ভবন, ভি.টি.টি.আই., বগুড়া
ফাউন্ডেশন : ৬ তলা, ফ্লোর স্পেস : ২১৫১৬.৮ বর্গফুট/প্রতি ফ্লোর
নির্মাণ ব্যয় (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থতলা) : ৪১০.৫৪ লক্ষ টাকা

নবনির্মিত ৪ তলা অ্যাকাডেমিক-কাম ওয়ার্কশপ ভবন, বগুড়া

✧ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট
প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক, হোস্টেল, অধ্যক্ষের ভবন ও অফিসার কোয়ার্টারসহ মোট ভবন- ১২টি, জমির পরিমাণ : ৮.০০ একর,
নির্মাণ ব্যয় : ৫৬৬৩.০০ লক্ষ টাকা

নবনির্মিত সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট

- ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ
  প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক, হোস্টেল অধ্যক্ষের ভবন ও অফিসার কোয়ার্টারসহ মোট ভবন- ১২টি, জমির পরিমাণ: ৬.০৪ একর, নির্মাণ ব্যয় : ৫২২৫.০৭ লক্ষ টাকা
- ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর
  প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক, হোস্টেল অধ্যক্ষের ভবন ও অফিসার কোয়ার্টারসহ মোট ভবন- ১২টি, জমির পরিমাণ: ৮.০০ একর, নির্মাণ ব্যয় (৭ম,৫ম, ও ২য় তলা) : ৪৬১১.২৫৪ লক্ষ টাকা

নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবন, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর

■ TVET টিচার্স এন্ড অফিসার্স ট্রেনিং-ফেলোশিপ প্রোগ্রাম

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/ প্রোগ্রাম	সংখ্যা (দেশে)	সংখ্যা (বিদেশে)
০১	সি.বি.টি. (Competency Based Training) ও পেডাগোজি	৩৭৯৪	১০০
০২	সার্টিফিটেক ও স্কিলস ট্রেনিং		৬৪২
০৩	এম.আর.টি.সি. (Market Responsive Training Course) ট্রেনিং		২১০০
০৪	প্রশাসনিক, আর্থিক ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ	১৩৮৪	
০৫	প্রশিক্ষিত ইন্ডাস্ট্রি এসেসর	১০০	
০৬	ফেলোশিপ প্রোগ্রাম	০	১০০
০৭	Apprenticeship Training (Formal, Non Formal)	১১০০০	
০৮	Capacity Strengthening Programme	১০০	
	সর্বমোট =	**১৯১২০**	**২০০**

■ যথাযথ নীতিমালার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

- ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০১১;
- ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক;
- বি.টি.ই.বি. (বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড) অ্যাক্ট রিভিউড;
- এন.এস.ডি.সি. (ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল) সেক্রেটারিয়েট;
- ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল;
- MoU Signed (India & Srilanka);
- ২৫টি Occupation- এর ৭৫ Standard তৈরি;
- ৪টি Occupation-এর ১২টি Accreditation documents Ges CBLM (Competency Based Learning Material) তৈরি করা হয়েছে।

■ ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

- ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ৪৯ পলিটেকনিক ও ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ৩২০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।

■ বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা

- ৯২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের (সরকারি ও বেসরকারি) ১৯৩৪৯৩ জন শিক্ষার্থীকে ৮৭.৪৭ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান;
- ৩০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের (সরকারি ও বেসরকারি) মানোন্নয়নের জন্য ৬৪.৮৬ কোটি টাকা ইমপিমেন্টেশন গ্রান্ট প্রদান;
- ৫০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের জন্য ৩১.০৬ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান;
- ২০৩০০ জন (সংক্ষিপ্ত) প্রশিক্ষণার্থীকে ০৯.৭৮ কোটি টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

■ এম.পি.ও.

- এম.পি.ও.ভুক্ত নতুন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৮৩টি;
- এম.পি.ও.ভুক্ত নতুন জনবলের সংখ্যা ৩৯৭৫টি;
- বেসরকারি শিক্ষকদের চিকিৎসা ও বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

■ স্কিল এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এস.টি.ই.পি.)-এর মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯৭,৭৬০ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন 'স্কিলস ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের আওতায় ৭টি রিজওনাল ডাইরেক্টরেট অফিসের নির্মাণকাজ এবং ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং বগুড়াতে একটি নতুন ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে।

❖ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

■ সম্পাদিত প্রকল্প ও কার্যক্রম

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ২টি প্রকল্পের পূর্তকাজ বাস্তবায়ন করেছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

- '৩১০ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মূল্য ৪৬,৫৭৭.০০ (পূর্ত ৩৭৪০৬.০০) লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪। প্রকল্পভুক্ত ৩১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারতলা ভিত বিশিষ্ট তিনতলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৬৭টি ১০০% হয় এবং অবশিষ্ট ৩২টির অগ্রগতি ৯০%। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ ৩৫৪৭.৫০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ২০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- 'শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৬৫৫১২.০০ (পূর্ত ৫৫৫৩৫.৯২) লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ আগষ্ট ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫। প্রকল্পভুক্ত ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে মোট ৮৭টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮টি অ্যাকাডেমিক কাম পরীক্ষা কেন্দ্র, ১৩টি ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস, ১টি বিজ্ঞান ভবন এবং ২৬টি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের বিপরীতে মোট ২৬১৯৬.৭১ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির এডিপি বরাদ্দ মোতাবেক ব্যয়িত অর্থ ৫০২৯.৫০ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২০টি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ এবং ৫টি অ্যাকাডেমিক ভবনের কাজ সমাপ্ত হয়। গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি ছিল ৩৮%।

➲ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরাধীন প্রকল্প

- নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটির (৩০০০ স্কুল) ডিপিপি মূল্য ২২৫৩১৫.৪১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারি ২০১১ হতে ২০১৬। প্রকল্পভুক্ত ৩০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১ম পর্যায়ে ১৪১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারতলা ভিত বিশিষ্ট একতলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ২০৫২১.২২ লক্ষ টাকা, গৃহীত কার্যক্রমের ১৪১০টির গড় অগ্রগতি ৭৬% এবং শতভাগ সমাপ্ত ৪৫৫টি। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থ ২০৫২১.২২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থ ঃ ৩৭৫৪০.২৭ লক্ষ টাকা এবং গৃহীত কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৭৬%।

- 'বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের গাইড হাউস এবং কালিয়াকৈরের বাড়ৈপাড়াস্থ গার্ল গাইডস ক্যাম্পের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১৯১১.৭৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রকল্পভুক্ত ১টি ডরমিটরি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

- 'মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ এবং আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ২৭৬১.৯২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৫। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকল্পভুক্ত ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডিপিতে কোন বরাদ্দ ছিল না। যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে দ্রুত নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য দরপত্র আহবানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থ ৮৫০৮.৪৪ লক্ষ টাকা এবং গৃহীত কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৪৩%।

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক কাম পরীক্ষা হল, নেত্রকোনা সরকারি কলেজ

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক কাম পরীক্ষা হল, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক কাম পরীক্ষা হল, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও

পোস্ট-গ্রাজুয়েট কলেজসমূহে নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক ভবনের একটি

- 'ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১৩। প্রকল্পভুক্ত ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থ ৫৩৬.৫৩ লক্ষ টাকা এবং গড় অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থ ১৪৯১.৪০ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয়।

নবনির্মিত ৭ তলা ভিতবিশিষ্ট ত্রিতল অ্যাকাডেমিক ভবন, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক ভবন, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

- ‘বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৭৪০৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৩। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ ২৩৯.৭৬ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৩৯.৭৬ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ১৫%।

- ‘নির্বাচিত বেসরকারি মাদরাসাসমূহের অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ৭৩৮২৪.০০ (পূর্ত -৬৮২০৯.৬৩) লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫। ১০০০টি প্রতিষ্ঠানে চারতলা ভিত বিশিষ্ট একতলা অ্যাকাডেমিক ভবন (৩টি শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ব্লক ও সিঁড়িঘর) নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ ৭১৭৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ১৩২টির মাদ্রাসা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং চলমান ২৩০টি মাদ্রাসার গড় অগ্রগতি ৪৫% সাধিত হয়েছে। ফলে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বর্ণিত প্রকল্পে সামগ্রিক ১০.৮৪% অগ্রগতি অর্জিত হয়, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১২১৬৯.৪৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার ২৪.৯৮।

- ‘তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ২৩৮৭৭০.০০ (পূর্ত-২০৫৩৩৬.২৭) লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭। ১৫০০ টি প্রতিষ্ঠানে চার/পাঁচ/আটতলা বিশিষ্ট দ্বিতল অ্যাকাডেমিক ভবন (৬টি শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ব্লক ও সিঁড়িঘর) নির্মাণের লক্ষে ১ম পর্যায়ে ৬৪৩টি কলেজের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১৩২.৫০ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৬৪৩টির কলেজের মধ্যে মাটি পরীক্ষা বাবদ দরপত্র আহবানকৃত ৫৪৬টি কলেজের বিপরীতে ৪৪৩টি কলেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং এর মধ্যে ৩৬৩টি কলেজের মাটি পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়। এছাড়া ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৬৪৩টির কলেজের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবানকৃত ৫২৭টি কলেজের বিপরীতে ১০৩টি কলেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ফলে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে বর্ণিত প্রকল্পে সামগ্রিক ২.৫৮% অগ্রগতি অর্জিত হয় এবং ব্যয়িত অর্থ ১৩২.৫০ লক্ষ টাকা।

- ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত-৮৩৩৯.৭০ লক্ষ টাকা) এবং প্রকল্প মেয়াদ অক্টোবর ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত। ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক/ অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, ৩য় শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, ৪র্থ শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, ট্রান্সফর্মার স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীন রাস্তা ও গভীর নলকূপ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নবনির্মিত ছাত্রীনিবাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক ভবন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ ২৪৮০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ০৩টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, গড় অগ্রগতি ৩৫.৯৪% এবং ব্যয়িত অর্থ ২৪৮০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৩৪৪.৩০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৮৪.২১%।

- 'পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ১০৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত ৭৮৩২.১৪ লক্ষ টাকা) এবং প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত। ২টি অ্যাকাডেমিক ভবন, ১টি ছাত্রী হল, ২টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক/অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর, আভ্যন্তরীন রাস্তা, গভীর নলকূপ ও ট্রান্সফর্মার স্থাপন এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ ২০০০.০০

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক ভবন, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা

লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ১টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, গড় অগ্রগতি ৩৬.৪০% এবং ব্যয়িত অর্থ ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৫০৬.৮১ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব গড় অগ্রগতি ৬২.৩১%।

- 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ১০,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত ৮৭৬১.০০ লক্ষ টাকা) এবং প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত। ১টি প্রশাসনিক ভবন, ৪টি অ্যাকাডেমিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের অফিস-কাম-বাস ভবন, ২টি অফিসার্স ডরমিটরি, ২টি শিক্ষক ডরমিটরি, লাইব্রেরি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেরিয়া, অভ্যন্তরীন রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, পাম্প হাউজ, গভীর নলকূপ ও অভ্যন্তরীন সারফেস ড্রেন এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ১৬টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, গড় অগ্রগতি ২৮.১২% এবং ব্যয়িত অর্থ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৩০৫.৩৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব গড় অগ্রগতি ৯৬.৩৪%।

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক ভবন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

নবনির্মিত শিক্ষক ডরমিটরি, বেগম রোকেয়া বিশ্বদ্যিালয়, রংপুর

- 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় পর্যায়)' শীর্ষক ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ৫৪৭৭.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত ১২০৮.০০ লক্ষ টাকা) এবং প্রকল্প মেয়াদ জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। ১২ তলা ভিত বিশিষ্ট বিদ্যমান ৩ তলা ভবনের (৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, স্যানিটারি ও পানি সরবরাহ, ইলেকট্রো ম্যাকানিক্যাল কাজ, ইন্টেরিওর ডেকোরেশন (নিচ তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত), অডিটোরিয়াম (সেমিনার হল) ডেকোরেশন এবং গেট সহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ এর ৩য় দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র অনুমোদন ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন।
- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য –৮৯৫৩২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারি, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪। ২১৩৪টি বিদ্যালয়ে তিনতলা ভিত বিশিষ্ট একতলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণসহ, পয়ঃপ্রণালি, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ ৫৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৫৬৭৮.৩৭ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২২৮টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থ ৮৪২৪৮.০৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.১৬%।

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক ভবন, মল্লিকপুর বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ

নবনির্মিত অ্যাকাডেমিক ভবন, সুরুজ মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ)

- 'ইডেন মহিলা কলেজে ২৮.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০০ আসনবিশিষ্ট একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১২ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হয়।

ইডেন মহিলা কলেজে নবনির্মিত ১০০০ আসন বিশিষ্ট ১১তলা 'শহিদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রীনিবাস'

- 'বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য- ৮৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৮৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থ ১৪২৭.৩৩ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৮.২৪%।
- 'শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ -এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১৫২০.৭০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৭৭২.০০ লক্ষ টাকা। অর্জিত অগ্রগতি ২৫% এবং ব্যয়িত অর্থ ৭৭২.০০ লক্ষ টাকা।

❖ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (N.T.R.C.A.)

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.) দেশের শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি. এ) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

■ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক - চাহিদা নিরুপণ:
- শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রার্থীগণের যোগ্যতা নির্ধারণ;
- জাতীয়ভাবে শিক্ষক -মান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরুপণ এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উত্তীর্ণ শিক্ষক-প্রার্থীগণের নিবন্ধন প্রত্যয়ন ও তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

■ সম্পাদিত কার্যক্রম ও পদক্ষেপ

- নিবন্ধন সনদের মেয়াদের সীমাবদ্ধতা ৫ বছরের পরিবর্তে চাকরিযোগ্য বয়স পর্যন্ত কার্যকারিতা বজায় রাখতে বিধি প্রবর্তন করা হয়েছ এবং তা ২০১৩ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে।
- Barcode-যুক্ত শিক্ষক নিবন্ধন আবেদন ফরম ও সনদের প্রর্বতন;
- ২০১২ সালে ৮ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা আগের মতো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ২,৪৮,৭৭২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।
- Teachers' Registration Information System (T.R.I.S.) বাস্তবায়ন
  - Online এ আবেদনপত্র গ্রহণ;
  - S.M.S.-এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি গ্রহণ;
  - Admit Card online-এর মাধ্যমে প্রদান;
  - আবেদনকারীর ছবি ও স্বাক্ষরযুক্ত স্বাক্ষর-লিপি ব্যবহার;
  - Barcode Reader দ্বারা আবেদনপত্র Entry পরীক্ষকদের Pool তৈরি করা হয়েছে।

❖ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

(ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর)

সাধারণ শিক্ষায় সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে ৮টি বোর্ড রয়েছে : ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর।

৮টি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে:

- ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রামের উন্নয়ন' প্রকল্প;
- ৮ কোট ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'যশোর শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন' প্রকল্প;
- ৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন' প্রকল্প;
- ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাক ব্যয়ে 'কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন' প্রকল্প;
- ৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট এর উন্নয়ন' প্রকল্প;

- ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাক ব্যয়ে 'মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশালের উন্নয়ন' প্রকল্প;
- ১ কেটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, লালবাগ, ঢাকা ক্যাম্পাসে ১০ তলা ভিতসহ ৫ তলা অফিস ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

নবনির্মিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ভবন, চট্টগ্রাম

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ভবন, সিলেট

পরীক্ষা হল পরিদর্শনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা বোর্ডের ফলাফলে উৎফুল্ল শিক্ষার্থীরা

■ শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া (e-S.I.F.) :

শিক্ষা বোর্ডগুলো আগের এস.আই.এফ. পদ্ধতির পরিবর্তে এখন অনলাইনে (e-S.I.F.) শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে।

- অনলাইন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চিঠিপত্র বিজ্ঞপ্তি, তথ্য বিনিময় অনলাইনে প্রেরণে অগ্রগতি হয়েছে;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদিত এবং সে অনুযায়ী মেধাস্কোর প্রকাশ করে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে;
- বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ অনলাইনে (e-F.F.) সম্পাদিত হচ্ছে। এতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফরম পূরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাচ্ছে;
- জে.এস.সি., এস.এস.সি., এইচ.এস.সি.সহ সমমান পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। এই পরীক্ষাগুলোর ফলাফলের ভিত্তিতে অনলাইনে বৃত্তির গ্যাজেট প্রকাশিত হচ্ছে। এই ফলাফল বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের সংগে ই-মেলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠানো হচ্ছে। ফলে এক্ষেত্রে ফলাফল জানা সহজ হয়েছে;
- ই-সেবা কার্যক্রম নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন স্কুল কলেজের সংগে অটোমেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;
- পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্র, শিক্ষক, শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উপস্থিত, অনুপস্থিত, বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী এবং ছাত্র-ছাত্রীর তথ্যসহ কেন্দ্রের সামগ্রিক তথ্য এখন অনলাইনে সংগ্রহ করা যায়;
- পরীক্ষা উত্তর পুনর্নিরীক্ষণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। আগে আবেদন করে অপেক্ষা করতে হতো অনিশ্চিত সময়ের জন্য। এখন পুনর্নিরীক্ষার আবেদন অনলাইনে ও এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং নিরীক্ষিত হওয়ার পর এস.এম.এস. ও ওয়েবসাইটে তা প্রকাশিত হয়ে থাকে;
- সরকারি ও বেসরকারি সকল শিক্ষকের ডাটাবেজ অনলাইনে প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ২০১২ সালে এস.এস.সি. পর্যায়ে সম্পূর্ণ এবং ২০১২ সাল থেকে এইচ.এস.সি. পর্যায়ে আংশিকভাবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

❖ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাক্রম অনুমোদন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও সনদপত্র প্রদানের সাংবিধানিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় অবস্থিত। ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ট্রেড পর্যায়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সনদপত্র প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়নের দায়িত্ব এই বোর্ড পালন করে থাকে।

জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সপ্তাহ পালন এ ছাড়াও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে The Enterprise Challenge Award Competition'-৭টি বিভাগীয় শহরসহ মোট ৮টি ভেন্যুতে প্রতিবছর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা সপ্তাহে অনুষ্ঠিত র‍্যালির একাংশ

■ সম্পাদিত কার্যক্রম

- ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি শিক্ষাক্রম চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৩১টি টেকনোলজির ১ম পর্বের সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ শিক্ষাক্রমের কোর্স স্ট্রাকচারসহ সিলেবাস প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য প্রযুক্তি সেবা শিক্ষাক্রমের সার্টিফিকেট পর্যায়ের ১ম ও ২য় পর্বের ৭টি সিলেবাস পরিমার্জন ও সংশোধন করে বাস্তবায়ন করা হয় এবং স্বাস্থ্য প্রযুক্তি সেবা শিক্ষাক্রমের ডিপ্লোমা কোর্সের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্বের সিলেবাস প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়;
- এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সাধারণ ও ট্রেড পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী করা হয়েছে;
- দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সাধারণ পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হয়েছে;
- জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য 'Quality Assurance Manual' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো 'Pre-voc 1-2' এবং 'NTVQF 1-6' মোট = ৮টি কাঠামো স্তর ভাগ করা হয়েছে;

- ১২টি 'Occupation' -এর দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা যাচাই (CBT&A) Competency Standard Ges 'Accreditation Document' প্রণয়ন ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশে 'NTVQF' কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে দেশের ৮টি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে কোর্স পরিচালনা হচ্ছে;
- 'NTVQF'-এর আওতায় ১৫টি অকুপেশনের 'Pre-Vocational level-1 & 2' এবং 'NC-1&2' প্রণয়নপূর্বক অনুমোদন করা হয়েছে;
- স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প কর্তৃক দালিখকৃত অকুপেশনের মধ্যে ৪টি অকুপেশন 'Standard and Curriculum Development Committee (SCDC)' কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে;
- 'CBT&A' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের ২২ জন 'Teacher/Trainnerদের Competency Standard' অনুযায়ী সার্টিফাইড করা হয়েছে;
- 'CBT&A' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অকুপেশনের ৩১ জন 'Industry Assessor দের Competency Standard' অনুযায়ী সার্টিফাইড করা হয়েছে;
- নভেম্বর ২০১২ হতে দেশের ৭টি প্রতিষ্ঠানে সিবিটিএন্ডএ প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে;
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ১২২জন Trainee কে প্রশিক্ষণ শেষে অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে সার্টিফাইড করা হয়েছে।

■ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

ক্রমিক নং	শিক্ষাক্রম	২০১২	২০১৩ জুন পর্যন্ত	মোট (২০১২- ২০১৩ জুন পর্যন্ত)
১	সকল ডিপ্লোমা	১৫৭	৩৭	১৯৪
২	এইচ.এস.সি (বিএম) ও এইচ.এস.সি (ভোক)	৫৭	৫২	১০৯
৩	এস.এস.সি. (ভোক) ও দাখিল (ভোক)	১৩২	-	১৩২
৪	জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘণ্টা)	১৯৩	১৮০	৩৭৩
	সর্বমোট	**৫৩৯**	**২৬৯**	**৮০৮**

■ পরীক্ষা কার্যক্রম

- এস.এস.সি. (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ এইচ.এস.সি. (বি.এম./ ভোক) পরীক্ষার ফলাফল এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে;
- Electronic Student Information Form (E-S.I.F.) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল কোর্সের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- Electronic Form Fillupt বোর্ডের আওতাধীন সকল কোর্সের সকল পরীক্ষার ফরম পূরণ অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে;
- Online Teachers Database বোর্ডের আওতাধীন S.S.C. (Vocational) কোর্সের শিক্ষকদের তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন S.S.C. (Vocational), Dakhil (Vocational), H.S.C. (Business Management), H.S.C. (Vocational) কোর্সের ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা ফলাফল এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে অথবা ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়া সকল কোর্সের ফলাফল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ফলাফল সকল জেলা প্রশাসকদের ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়, ফলাফলের কোনো হার্ডকপি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয় না;

- পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে;
- বোর্ডের সকল পরীক্ষার 'Theory Continuous(T.C.) Practical Continuous (P.C.)' এবং 'Practical Final(P.F.)'-এর ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করে সরাসরি অত্র বোর্ডের সার্ভারে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'Entry'-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে;
- এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. সমমান পরীক্ষার ফলাফল রেজাল্ট আর্কাইভ-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং Result সার্চিং করা হচ্ছে ;
- বোর্ডের সকল প্রকার নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষার সিলেবাস, রুটিন, শিক্ষাবর্ষপঞ্জি, কোর্স-স্ট্রাকচার, প্রবিধান ইত্যাদি বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.bteb.gov.bd)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে।

■ প্রশিক্ষণ

এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের পাঠদানরত সরকারি ও বেসরকারি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৪২৯টি প্রতিষ্ঠানের ৪২৯ জন শিক্ষককে বাংলা ও ৪২৯ জন শিক্ষককে ধর্ম বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক ৩ দিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

■ অ্যাফিলিয়েশন ও পাঠদানের অনুমতি প্রদান

- ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ২৩৩টি নতুন প্রতিষ্ঠান অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা হয়েছে;
- ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের ৮৭টি নতুন প্রতিষ্ঠান অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা হয়েছে;
- ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার শিক্ষাক্রমের ১০৫টি নতুন প্রতিষ্ঠান অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য প্রযুক্তি সেবা শিক্ষাক্রমের ১৫১টি নতুন প্রতিষ্ঠান অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা হয়েছে;
- এইচ.এস.সি. (বি.এম.) ও এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ৩৫২টি নতুন প্রতিষ্ঠান অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা হয়েছে;
- এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ৫৩০টি নতুন প্রতিষ্ঠান অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘণ্টা) শিক্ষাক্রমের ৯৪৭টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি) কোর্সের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে;

■ কোর্স স্ট্রাকচার ও প্রবিধান প্রণয়ন, সিলেবাস পরিমার্জন, সৃজনশীল শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন

* ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল	:	৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পর্বের সিলেবাস পরিমার্জন ও বাস্তবায়ন;
* ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার	:	৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পর্বের সিলেবাস পরিমার্জন ও বাস্তবায়ন;
* ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল	:	৪ বছর মেয়াদি কোর্স স্ট্রাকচার, প্রবিধান, ১ম ও ২য় পর্বের সিলেবাস পরিমার্জন ও প্রণয়ন;
* এইচ.এস.সি. (ভোক) ও বি.এম.	:	সৃজনশীল পদ্ধতির শিক্ষক প্রশিক্ষণ ৯০ জন এবং কোর্স স্ট্রাকচার, প্রবিধান, সিলেবাস পরিমার্জন ও বাস্তবায়ন;
* এস.এস.সি. (ভোক) ও দাখিল ভোক	:	প্রবিধান ও কোর্স স্ট্রাকচার প্রণয়ন এবং সাধারণ ও ট্রেড বিষয়ে সিলেবাস প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
* জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘণ্টা)	:	৪টি সিলেবাস প্রণয়ন ও ৬টি সিলেবাস পরিমার্জন করা হয়েছে।

❖ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

■ স্বল্প সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ

প্রতিবছর জাতীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ে এবতেদায়ি, জে.ডি.সি., দাখিল ও আলিম পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এবতেদায়ি ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা এবং দাখিল ও আলিম পরীক্ষা সম্পন্ন হলে যথাক্রমে ৩০ ও ৬০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে।

■ বোর্ডের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বোর্ডের ওয়েবসাইটের আর্কাইভে বিগত ১৫ বছরের ডাটা সংরক্ষণ রয়েছে। এ সকল তথ্য দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রয়োজন অনুসারে যাচাই করে নিতে পারে। বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যক্রমের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, অফিস আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন রকম ফরম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া দেশের সকল মাদরাসায় ওয়েবসাইট খোলার কার্যক্রমটি প্রক্রিয়াধীন আছে।

■ নতুন মাদরাসার অনুমতি ও স্বীকৃতি

২৬৫টি মাদরাসায় পাঠদানের অনুমতি, ৩৬৯ টি মাদরাসায় অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান, ২৪৩টি মাদরাসায় বিজ্ঞান শাখা ও ২৮৭টি মাদরাসায় কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে।

■ শিক্ষাক্রম

মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে ১ম শ্রেণি থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কোরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদরাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত অভিন্ন শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, N.C.T.B.-এর মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থাকরণ এবং ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অভিন্ন সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষাক্রমে কৃষি, কম্পিউটার শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

■ মাদরাসা শিক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির প্রবর্তন

মাদরাসা শিক্ষার জুনিয়র দাখিল ও আলিম পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের পদক্ষেপ, সৃজনশীল পদ্ধতির উপর শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান। S.E.S.D.P. প্রকল্পের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে প্রায় ৩৭,০০০ শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মাস্টার প্রশিক্ষণ হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

■ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে ১২৬৬ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০০ মাদরাসায় বহুতল ভবন নির্মাণের কার্যক্রম করা হয়েছে। ১০১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের নির্বাচিত মাদরাসাসমূহের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৯৫টি মাদরাসায় শিক্ষার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়ন, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৫২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদরাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- অন্যান্য শিক্ষা ধারার সাথে মিল রেখে এবতেদায়ি ৮বছর + দাখিল ২ বছর + আলিম ২ বছর + ফাজিল ২ বছর এবং সাধারণ ধারার উচ্চশিক্ষার সাথে সমন্বয় পূর্বক ৪ বছর মেয়াদি ফাজিল অনার্স কোর্স + ১ বছর কামিল কোর্স চালুকরণ;
- সাধারণ শিক্ষার মতো শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি;
- তথ্য প্রযুক্তির ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া;
- জাতীয় ইতিহাস, সাহিত্য সংস্কৃতি ও খেলাধুলার প্রতি সচেতন ও আগ্রহী করে গড়ে তোলা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

■ শিক্ষকদের সময়মত বেতন ভাতা প্রদান

বর্তমানে সারা দেশে এম.পি.ও.ভুক্ত মোট মাদরাসার সংখ্যা ৭৫৯৭টি। এসব মাদরাসাগুলোতে প্রায় ১,৪৭,২৫৩ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত তিপ্পান্ন) জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এ সকল শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

■ শূন্যপদে মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারী এম.পি.ও.ভুক্তকরণ ও স্কেল প্রদান

৯১২১ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এম.পি.ও.ভুক্ত এবং ২৭৪৩৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে টাইমস্কেল প্রদান করা হয়েছে।

■ মাদরাসা এম.পি.ও.ভুক্তকরণ

দাখিল স্তরে ২৫০টি, আলিম স্তরে ৩০টি এবং ফাজিল স্তরে ১০টিসহ মোট ২৯০টি নতুন মাদরাসা এম.পি.ও.ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে ৩২৩৯ জন শিক্ষক ও কর্মচারী এম.পি.ও.ভুক্ত হয়েছেন।

■ এবতেদায়ি পর্যায়

১৫১৯টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসার ৪৪৩১ জন শিক্ষককে আগের ৫০০.০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে মাসিক ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষা যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণ-সংক্রান্ত কমিটি সভায় গৃহীত স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসা স্থাপন, মঞ্জুরি, কমিটি গঠন, শিক্ষক নিয়োগ, পরিচালনা ও এম.পি.ও.ভুক্তিকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সুপারিশমালা সংক্রান্ত কাজ এগিয়ে চলছে।

■ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিমূলক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা মাদরাসা শিক্ষাকে সময়োপযোগী করার প্রয়াসে দেশের প্রতিটি মাদরাসায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয় খোলার প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলছে। দাখিল ও আলিম স্তরে এ পর্যন্ত যথাক্রমে ১৭৯৬টি ও ৪৫০টি মাদরাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে।

■ মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন

- মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস, শিক্ষাক্রম, শিক্ষার স্তর বিন্যাস, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগীকরণ, মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও মাদরাসা শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তির জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- মাদরাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে দাখিল ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণিতে বাংলা (১ম ও ২য় পত্র) ও ইংরেজি (১ম ও ২য় পত্র) বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ ১৫০ নম্বর নির্ধারণ করা হবে। আবশ্যিক নম্বর হবে ৬৫০। আরবি ও ইসলামি বিষয়গুলোর নম্বর অপরিবর্তিত থাকবে। সর্বমোট ১২০০ নম্বর হবে;
- দাখিল ৯ম-১০ম শ্রেণিতে সাধারণ শিক্ষার ৯ম-১০ শ্রেণির অনুরূপ বাংলা (১ম ও ২য় পত্র) ও ইংরেজি (১ম ও ২য় পত্র) বিষয়ে ২০০ নম্বর করে নির্ধারিত হবে। আবশ্যিক নম্বর হবে ৭০০। আরবি ও ইসলামি বিষয়ের ৫০০ নম্বর অপরিবর্তিত থাকবে ও ঐচ্ছিক বিষয়ের ১০০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৩০০ নম্বর হবে;
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বর্ণিত মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আবশ্যিক বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ এনসিটিবি ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিষয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- সাধারণ শিক্ষার ন্যায় এবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে ২৫০০০.০০, ২০,০০০.০০ ও ১৫০০০.০০ টাকা এবং প্রথম ৪০জন মেধা তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদেরকে ১০,০০০.০০ টাকা করে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে;
- প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে যাতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যে মাদরাসা মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কোটা শিথিল করা হয়েছে। মাদরাসা স্থাপনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণও ইতোমধ্যে হ্রাস করা হয়েছে।

■ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ

মাদরাসা শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলা, ইসলাম শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান এবং রসায়ন বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রণয়ন, পরিশোধন, উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য জেলাভিত্তিক পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া টি.কিউ.আই. প্রকল্পের আওতায় মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য ০২ (দুই) হাজার মাদরাসা শিক্ষকদের এস.টি.সি. এবং ৩০০ (তিনশত) জনকে বি.এড. প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বি.এম.টি.টি.আই.)-এ বি.এম.এড. কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ সাধারণ ধারার অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের সাথে মাদরাসার অধ্যক্ষ ও সুপারদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এস.ই.এস.ডি.পি.-র অর্থায়নে ৩৫টি মডেল মাদরাসার সকল শিক্ষককে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

■ পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

■ মাদরাসা বোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা

একটি মাদরাসা বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনাসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে এবং কাজের চাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য শিক্ষক-কর্মচারীর সুবিধার্থে এবং কাজের গতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

■ ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরে অর্থাৎ, ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। একটি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ বিশাল দায়িত্ব পালন দূরূহ। মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদান তথা সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে।

■ সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন

শিক্ষার জন্য সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ আইনে অন্যান্য ধারার শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষাকেও সমগুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

■ মাদরাসায় কারিগরি কোর্স চালুকরণ

১০০ টি মাদরাসায় কারিগরি শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। ৩৫টি মাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসাবে ঘোষণা করে উক্ত মাদরাসায় অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ, উন্নতমানের আসবাবপত্র সরবরাহ, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, প্রয়োজনীয় উপকরণসহ কম্পিউটার প্রদান এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

■ মাদরাসার শিক্ষাকে প্রকল্পভুক্তকরণ

A.D.B.-এর অর্থায়নে Capacity Development for Madrasah Education প্রকল্পের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সুপারিশের আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া IDB-এর আর্থিক সহায়তায় নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে উন্নতমানের সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও কারিগরি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

❖ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বি.এম.টি.টি.আই)

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা তথা আধুনিক ও যুগোপযোগী কলাকৌশলভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষকদের শূন্যতা পূরণের বাস্তবতা উপলব্ধি করে জি.ও.বি.র অর্থায়নে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বি.এম.টি.টি.আই.) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বি.এম.টি.টি.আই.) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদরাসা শিক্ষকদের একমাত্র সরকারি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও অ্যাকাডেমিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন 'বোর্ড অব গভর্নরস' রয়েছে। ঢাকার অদূরে গাজীপুরস্থ বোর্ড বাজার এলাকায় অবস্থিত এ ইনস্টিটিউট। ইনস্টিটিউটের পাশেই অবস্থিত দেশের খ্যাতনামা তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আই.ইউ.টি.), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বা.উ.বি.)।

নবনির্মিত বি.এম.টি.টি.আই. প্রশাসনিক ভবন

প্রশিক্ষণকালে জাতীয় পতাকার প্রতি মাদরাসা-শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মান প্রদর্শন

- সরকার অনুমোদিত/নির্দেশিত বিভিন্ন প্রকল্পের সেমিনার/ওয়ার্কশপ/স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এখানে। এখানে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার সহায়ক সমস্ত সুবিধাদি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-৬৮সিট বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল, ২০০সিট বিশিষ্ট পুরুষ হোস্টেল, প্রজেক্টর ব্যবহারের সুবিধাসহ পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ ৪০ (চল্লিশ) টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ দুটি কম্পিউটার ল্যাব, একটি অত্যাধুনিক ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, জেনারেটর ইত্যাদি। আরো আছে T.Q.I.-S.E.P. কর্তৃক নির্মিত ৩ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন। বিভিন্ন স্তরের মাদরাসা শিক্ষকদের ২ মাস মেয়াদি ৬টি কোর্সের মাধ্যমে ৩৮২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

- ৮টি বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক মোট ৮০৫২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

❖ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বাধ্যতামূলক সরকারি নিয়ম-নীতি অনুসরণ ও বেসরকারি অর্থের অপচয় রোধ করে সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক সংস্থা 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

■ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের অর্জন

- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার জন্য প্রায় ১৪০০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণসহ শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান এবং এর মাধ্যমে আর্থিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে-
  - শিক্ষকরা পাঠদানসহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়;
  - শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের নজরদারি বৃদ্ধি পায়;
  - পরীক্ষার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক হয়। ফলে, বর্তমান সরকারের আমলে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী কর্তৃক অবৈধভাবে সরকারি টাকা গ্রহণের প্রবণতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে;
- বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক অনিয়ম হ্রাস পেয়েছে;
- প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার ও অপচয় রোধ করা হচ্ছে;
- পূর্বে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় হতো না। বর্তমান সরকারের আমলে পরিদর্শন ও নিরীক্ষার ফলে প্রায় ১০ কোটি টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি খাতে জমা হয়েছে;
- মৃত্যু/পদত্যাগ/চাকরিচ্যুত/অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের নাম এম.পি.ও. শিট হতে কর্তনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের আমলে প্রায় ৭ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে;
- অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তদারকির কারণে বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জনবল-কাঠামো বহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রায় শূন্যের কোটায় পৌঁছেছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধিবহির্ভূতভাবে অদক্ষ ও অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং-বাণিজ্য, ভর্তি-বাণিজ্য এবং পরীক্ষার ফি সহ আনুষংগিক অতিরিক্ত অর্থ আদায় ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে;
- বিগত সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাত হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র আই.সি.টি. সেল গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে;
- বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ রূপকল্পের শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসাসমূহ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করা হয়েছে;

- অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং শূন্যপদে পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা হয়;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কোটা যথাযথভাবে পূরণে কঠোর তদারকির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীনেতৃত্ব এবং নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবসসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

❖ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS)

শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সংগে ব্যানবেইসের মতবিনিময়

কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, ব্যানবেইস

■ সম্পাদিত কার্যক্রম

- Online foreign scholarship processing- এর মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ৩৪০০ জন প্রার্থীর আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে;
- Estblishment of Upazila I.C.T. Training and Resource Centre for Education (U.I.T.R.C.E.)-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৮টি উপজেলায় Upazila I.C.T. Training and Resource Center for Education নির্মাণের কাজ চলছে, যার মাধ্যমে আগামী ৩ (তিন) বছরে ১,৯২,০০০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে I.C.T. বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৬ জন কর্মকর্তাকে (শিক্ষামন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, আইএমইডি, নায়েম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ইইডি, ব্যানবেইস) ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- GoB এর অর্থয়ানে ইতোমধ্যে I.C.T. বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- Strategic and Capacity Building Workshop on Smoothening Population and Education Statistics-শীর্ষক ১ দিনের জাতীয় কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে;
- Training of Head of the Institute on Unified Record Keeping শীর্ষক বিষয়ে সারা দেশে ১৪৫০০ জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে তথ্য রেজিস্টার তৈরি ও ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ ২০১২ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- U.I.T.R.C.E. প্রকল্পের আওতায় Digital Multimedia Center (D.M.C.) স্থাপন করা হয়েছে;
- ব্যানবেইস Library Automationl করা হয়েছে এবং ব্যানবেইস এর সকল প্রকাশনা e-book এ রূপান্তর করা হয়েছে;

❖ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন

■ সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জন

- ২০১৩ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য পুনঃনির্বাচিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের সাথে ইউনেস্কোর সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে। বাংলাদেশ ২০১২-২০১৩ সালের ইউনেস্কোর দ্বিবার্ষিক পার্টিসিপেশন প্রোগ্রামের আওতায় মোট ০৭ টি প্রকল্পের অধীন মোট ১,৫৮,২০০ (এক লক্ষ আটান্ন হাজার দুইশত) ইউএস ডলার প্রকল্প সহায়তা পেয়েছে।
- ২০১২ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর আইসেস্কোর ৩৩ তম নির্বাহী পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।

আইসেস্কো নির্বাহী পরিষদের সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল

- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১২ সালের ২০-২২ নভেম্বর ঢাকায় বি.এন.সি.ইউ. কনফারেন্স কক্ষে Training Course on Preliminary Aids and Relief for Disaster prone Region শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সে বাংলাদেশসহ চারটি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ২৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অবহিত করা হয়।
- আইসেস্কো ঢাকাকে ২০১২ সালের জন্য Dhaka the Capital of Islamic Culture 2012 ঘোষণা করে।
- বি.এন.সি.ইউ. এর কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ ২০১৩ সালের ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার পেয়েছে (ঢাকা আহসানিয়া মিশন)।
- ২০১৩ সালের ৩০ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল U.N.E.S.C.O. -এর সহযোগিতায় সাভারের লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'Regional Training Workshop for the Officials of National Commissions of the Asia-Pacific Region' শীর্ষক ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশসহ চৌদ্দটি দেশের ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ১৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। U.N.E.S.C.O. এর Participation Programme (২০১২-২০১৩) এর আওতায় U.N.E.S.C.O. এ ওয়ার্কশপের জন্য ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) ইউএস ডলারের ফাণ্ড প্রদান করে।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন আয়োজিত Regional Training Workshop for the Officials of National Commissions of the Asia-Pacific Region শীর্ষক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব

- ২০১৩ সালের ১০-২৬ এপ্রিল, ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের ১৯১ তম সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের যোগদান।
- ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের কনফারেন্স কক্ষে ২০১৩ সালের ১৬ মে Participation in Celebrating launch of the EFAGMR 2012 শীর্ষক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রোগ্রামে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, Save the Children এর কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ ১০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। Save the Children প্রোগ্রামের জন্য ১,৮০,০০০ (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা প্রদান করে। এ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল Global Monitoring Report (G.M.R.) Summary-এর বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করা।

ইউনেস্কোর ৩৭ তম সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন শিক্ষা সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী

- U.N.E.S.C.O. Participation Programme (২০১২-২০১৩) এর আওতায় বি.এন.সি.ইউ.'র লাইব্রেরির অটোমেশন ও কনফারেন্স কক্ষের সাউন্ড সিস্টেম আধুনিকীকরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১৩ সালের ১৪-১৭ জুলাই ঢাকায় বি.এন.সি.ইউ. কনফারেন্স কক্ষে Regional Meeting on Successful Experiences and Best Practices in Literacy and Non-Formal Education শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন আয়োজিত Regional Meeting on Successful Experiences and Best Practices in Literacy and Non-Formal Education শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও বি.এন.সি.ইউ. সচিব।

- ২০১২ সালে বাংলাদেশ এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৩২ টি দেশের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের একটি সম্মেলনের সফল আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের বাংলাদেশে আগমন সম্পর্কিত যাবতীয় যোগাযোগও বি.এন.সি.ইউ. সম্পন্ন করে।
- আজারবাইজানের বাকুতে ২০১৩ সালের ২-৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত Inter Governmental Committee for Intangible Cultural Heritage -এর ৮ম সেশনে I.C.H. এর প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় Traditional Art of Jamdani Weaving এর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। বি.এন.সি.ইউ.-এর সংস্কৃতি বিষয়ক সাব-কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলা একাডেমি এ সংক্রান্ত নমিনেশন ফাইল প্রস্তুত করে।

  বি.এন.সি.ইউ. বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। বছরগুলোতে বি.এন.সি.ইউ. এর কার্যক্রম বেড়েছে এবং এর উত্তরোত্তর ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন আয়োজিত Launching Ceremony- EFA Global Monitoring Report 2012 প্রোগ্রামে কর্মকর্তাদের সাথে শিক্ষা সচিব ও বি.এন.সি.ইউ. সচিব।

- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১২ সালের ০২-০৫ এপ্রিল ঢাকায় বি.এন.সি.ইউ. কনফারেন্স কক্ষে Regional Training Course on the Educational Qualification for Supervisors of Institutions for Orphans শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১২ সালের ২৭-৩০ মে ঢাকায় বি.এন.সি.ইউ. কনফারেন্স কক্ষে Technology Information and Communication Training Session for Staff of National Commissions and Focal Points in English ISESCO Speaking Member States শীর্ষক ট্রেনিং কোর্স অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশ সহ মোট ১২ টি I.S.E.S.C.O. সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১২ সালের ২৫-২৮ জুন ঢাকায় বি.এন.সি.ইউ. কনফারেন্স কক্ষে Sub-regional Workshop on Using Modern Tools in Literacy Programme Planning শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১২ সালের ০৯-১২ জুলাই ঢাকায় বি.এন.সি.ইউ. কনফারেন্স কক্ষে Senior Management Programme on Managing Research Technological organisation শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১২ সালের ০৩-০৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বি.এন.সি.ইউ. কনফারেন্স কক্ষে Sub-regional Workshop on Development of Cultural Tourism in the Asia and Pacific শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১২ সালের ০৬-০৮ নভেম্বর ঢাকায় বি.এন.সি.ইউ. কনফারেন্স কক্ষে National Workshop on Writing Project Proposals for securing Funding শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

❖ জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি

■ সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জন

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি চাহিদার ভিত্তিতে দেশের সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সফটওয়্যার (Software) উন্নয়ন, নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা ছাড়াও নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে :

- আধুনিক কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা, ডিপ্লোমা প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন:
- আধুনিক কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- জাতীয় উন্নয়নের তাগিদে আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের তাগিদে আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণের কাঠামো নির্ধারণ, পরিচালনা এবং মূল্যায়ন;
- শিক্ষা পাঠ্যক্রম সংগঠন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবসায় শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন ও গবেষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, পরিচালনা এবং এসব সংক্রান্ত বিষয়ের ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও রিফ্রেশার কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে।

■ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি বিষয়ে অত্র প্রতিষ্ঠানের সাফল্য

- ইন্টারনেটের ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেয়া হয়েছে;
- পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা হয়েছে;
- ওয়েবসাইটে প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ সংযোজন করা হয়েছে এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের ফলাফল অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে;
- অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, ফরম পূরণসহ ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে;
- আই.সি.টি. প্রশিক্ষণকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

❖ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

■ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি

অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা শুধু বাংলা ভাষা নয়, বিশ্বের সকল মাতৃভাষার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মাতৃভাষার জন্য ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির আত্মদানকে এতদিন আমরা জাতীয়ভাবে পালন করে আসছি। মাতৃভাষার জন্য যে চেতনার বশবর্তী হয়ে এই মহান সংগ্রামে বাঙালি জাতি সেদিন নিজেদের উৎসর্গ করেছিল, সেই চেতনা যথার্থভাবে উপলব্ধি করে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। আমাদের ভাষার সংগ্রাম সমগ্র মানবজাতির সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় সকল মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকারের চেতনা সমুন্নত রাখা এ দিবসের তাৎপর্য।

■ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন যে, 'পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণা করার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।' সে-অনুযায়ী তিনি ১৫ মার্চ ২০০১ ঢাকার সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি এ আনান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

■ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন ২০১০-এ বর্ণিত ইনস্টিটিউটের ক্ষমতা ও দায়িত্বের আলোকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :

- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এতৎসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা-আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা ও ইউনেস্কোর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে এ সংক্রান্ত ইতিহাস প্রচার;
- বাংলা ভাষার উন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;
- ভাষা বিষয়ে গবেষণা-জার্নাল প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন;
- ভাষা বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশি ও বিদেশিদের ফেলোশিপ প্রদান;
- বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণমালার জন্য একটি আর্কাইভ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;
- ভাষা বিষয়ে একটি জাদুঘর নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;
- আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;
- বাংলাসহ পৃথিবীর সকল ভাষার বিবর্তন বিষয়ক গবেষণা;
- অন্য কোনো রাষ্ট্র বা কোনো দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন;
- পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস, নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন।

■ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৩ উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ উপলক্ষে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ প্রদর্শনীতে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, স্প্যানিশ, চীনা, ফরাশি, হিন্দি, ওড়িয়া, গ্রিক, জাপানি, বুলগেরীয় ইত্যাদি ভাষার মোট ২০টি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ৮টি ভাষার প্রাচীন লিখন-বিধির প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এগুলি হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা লিপি, সুমেরীয় লিপি, মায়া লিপি, মিশরীয় লিপি, ভাই লিখন-বিধি, গিজ লিখন-বিধি, সারদা লিপি ও আরামাইক লিপি। সপ্তাহব্যাপী এ প্রদর্শনীতে প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ৩ দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, কবি, নৃবিজ্ঞানী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

■ ওয়েবসাইট তৈরি ও উদ্বোধন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পৃথিবীর মানুষের কাছে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের একটি ওয়েবসাইট (www.imli.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৩ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করেন। ওয়েবসাইটটিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ইতিহাস, দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যসহ গৃহীত সকল কার্যক্রমের পরিপূর্ণ তথ্য, যেমন– ভাষা জাদুঘরে প্রদর্শিত বিভিন্ন দেশের ভাষা-বৈচিত্র্য, ভাষা শহিদদের তথ্য ও ছবি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, বাংলাদেশের ভাষাসমূহের পরিচিতি ইত্যাদি। এছাড়াও এতে রয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ ও স্মরণিকাসমূহের বিভিন্ন সংস্করণ।

■ ভাষা জাদুঘর সমৃদ্ধকরণ

ভাষা জাদুঘরে ভাষা-আন্দোলনের দুর্লভ ছবি, ভাষা-শহিদদের ছবি, জাতিসংঘে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ভাষণের আলোকচিত্র, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আলোকচিত্র, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমিতে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির ঘোষণাপত্র, ভাষাগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক বিবর্তনের চিত্র, বিভিন্ন ভাষার লিপির নিদর্শন, এশিয়ার ৫০টি এবং অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২০টি দেশের ভাষা-বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন স্থান পেয়েছে।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করছেন

■ বিদেশি অতিথিদের পরিদর্শন

১৫ জুলাই ২০১২ তারিখে আইসেসকো মহাপরিচালক ড. আবদুল আজিজ ওতমান আল তোয়াইজিরি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এরপর গত ০৪ আগস্ট ২০১২ তারিখে ইউনেস্কোর উপমহাপরিচালক বেতাচিউ এনগিদা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

ড. আবদুল আজিজ ওতমান আল তোয়াইজরি ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করছেন

প্রকাশনা

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবলিত ইংরেজি ভাষায় Brochure প্রকাশ করা হয়েছে।
- অমর একুশে উদ্‌যাপন ২০১৩ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩' শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশ করে। স্মরণিকায় স্থান পেয়েছে ভাষা শহিদদের সচিত্র পরিচিতি, বিশিষ্ট ভাষা গবেষক ও লেখকদের রচিত প্রবন্ধ ও ফটো গ্যালারি।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে *ভাষা ও ভাষা-প্রসঙ্গ* গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তার বিভিন্ন সময়ে গৃহীত কার্যক্রমকে তুলে ধরে গত মার্চ ২০১৩-এ *মাতৃভাষা বার্তা* নামে একটি নিউজ লেটার (প্রথম সংখ্যা) প্রকাশ করেছে। এটি ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রতি তিনমাস অন্তর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে।

ভাষা বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে মৌলভীবাজার জেলায় একাধিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় ১২ জানুয়ারি ২০১৩। কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে *ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা-পরিচিতি: মৌলভীবাজার জেলা* নামে গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিচালনা বোর্ডের সভা

পরিচালনা বোর্ডের দ্বিতীয় সভা গত ১৫ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইনস্টিটিউটের বিগত বছরের কার্যক্রম অনুমোদনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়।

গবেষণা কর্মসূচি: বাংলাদেশের নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, উপভাষা, বর্ণমালা/লিপি ও লিখন পদ্ধতি এবং তাদের জাতি-গোষ্ঠীর পরিচয় সংবলিত নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগ তৈরির জন্য বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শীর্ষক গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে শিক্ষাসচিবের সভাপতিত্বে একাধিক বার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শীর্ষক গবেষণা কর্মসূচিটির কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। এ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৮৯.৪৩ লক্ষ টাকা।

ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব ২০১২ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের মাধ্যমে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভের শর্ত হিসেবে এবং পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনেস্কো মহাপরিচালকের একজন প্রতিনিধিকে পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন সংশোধন করা হয়েছে।

ভারত সরকারের সহযোগিতা প্রস্তাব

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী-র সভাপতিত্বে ২০ নভেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সরকারের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব ১৩ এপ্রিল ২০১৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

- ইনস্টিটিউটে প্রতিষ্ঠিত ভাষা জাদুঘরকে ডিজিটাল ভাষা জাদুঘরে রূপান্তরকরণ;
- ভাষা বিষয়ে ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন;
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের জনবল প্রশিক্ষণের জন্য ফেলোশিপ প্রদান;

- ভাষা জাদুঘরে ভারতের জীবন্ত ভাষা বিষয়ে একটি পৃথক গ্যালারি স্থাপন;
- ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি আধুনিক গ্রন্থাগারে উন্নীতকরণ।

■ স্যুভেনির শপ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের দোতলায় Souvenir Shop-এর জন্য একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে। পরিচালনা বোর্ডের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বল্প পরিসরে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আপাতত ইনস্টিটিউট থেকে এর লোগো ব্যবহার করে টুপি, চাবির রিং, টাই, টাই ক্লিপ, বিভিন্ন ভাষায় পোস্টকার্ড, মগ, টি-শার্টসহ কিছু সাধারণ সামগ্রী প্রস্তুত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

❖ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড

অবসর সুবিধা বোর্ডের কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ ও সহজভাবে অর্থ বিতরণের লক্ষ্যে অবসর সুবিধার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১২ সালের ৬ এপ্রিল তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনলাইন সিস্টেম উদ্বোধন করেন। অনলানইনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ১২০০ আবেদন জমা হয়েছে। ৪১১৫৫টি (একচল্লিশ হাজার একশত পঞ্চান্ন) আবেদনের বিপরীতে ১,৯২৬, ১৭,২৭,১৪১.০০ (এক হাজার নয়শত ছাব্বিশ কোটি সতের লক্ষ সাতাশ হাজার একশত একচল্লিশ টাকা) টাকা বণ্টন করা হয়েছে।

❖ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছ থেকে একজন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক চেক গ্রহণ করছেন

বর্তমান সরকারের মেয়াদে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০,৫৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ২৬২ কোটি ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৯ টাকা অবসর ভাতা দেওয়া হয়েছে। ৮,৪৯৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ১৩৭ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৪১০ টাকা কল্যাণ তহবিল হতে কল্যাণ ভাতা দেওয়া হয়েছে।